পৌরাণিক কাহিনী

(রামায়ণ)

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত।

কলিকাতা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র
সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৮ সাল।

স্বদেশগৌরব

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সুহৃদ্বরেষু

সূচীপত্র

পৌরাণিক কাহিনী।

ভূমিকা।

আমাদের গঙ্গা ও হিমালয় যেমন ভারতের বক্ষ হইতে বাহির হইয়া ইহাকে চিরসিক্ত, ধনধান্যে পূর্ণ, সুন্দর এবং গম্ভীর ও মহান্ করিয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতও সেইরূপ আমাদের জাতীয় চরিত্রের গভীর স্থান হইতে উৎসের মত বাহির হইয়া আমাদের জাতিকে অপূর্ব্ব আনন্দ ও ভাবে চিরদিন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মাতৃভূমির উপর দিয়া কত বিপ্লব, কত উত্থান পতন, কত পরাজয়, কত লজ্জার কালিমাময় স্রোত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা মাতার দুগ্ধধারার মত শুভ্র ও পবিত্র এই রামায়ণ ও মহাভারতকে মলিন করিতে পারে নাই। জননীর দুগ্ধ পান করিয়া যেমন শিশুর শরীর সুস্থতা, সবলতা ও পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবে বংশপরম্পরায় বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, প্রতিদিন সমান শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে, এই দুই গ্রন্থ পঠিত হইতেছে; দরিদ্রের গৃহে

হইতে রাজার অট্টালিকা পর্য্যন্ত সকল স্থানে উহাদের সমান আদর। মানুষ সাধনাগুণে কত দূর উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে, রামায়ণের কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। গৃহ যে ধর্ম্মসাধনের পবিত্র ক্ষেত্র, গৃহধর্ম্ম পালন যে সমুদয় জীবনব্যাপী কঠিন তপস্যা, রামায়ণ সেই শিক্ষা দিয়াছেন। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পতিপত্নীতে, প্রভুভৃত্যে, রাজায় প্রজায় যে মধুর সম্বন্ধ, তাহা ধর্ম্মের বন্ধনে যুক্ত হইলে কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, ধর্ম্মের প্রভাবে পুত্র কত দূর পিতার আজ্ঞাকারী হইতে পারে, ভাই ভাইএর জন্য কত দূর ত্যাগ করিতে পারে, অনেক তপস্যায় প্রাপ্ত একমাত্র পুত্রকে মাতা কিরূপে সত্যপালন করিতে বনে পাঠাইতে পারেন, পতির নির্দ্দয় আচরণ দেখিয়াও পত্নী তাঁহার উপর কত দূর বিশ্বাস রাখিতে পারেন, ভৃত্য প্রভুর জন্য কি করিতে পারে, প্রজা সন্তুষ্ট হইবে, বলিয়া রাজা কত দূর আপনার সুখত্যাগ করিতে পারেন, রামায়ণে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মপালন করিবার জন্য রাজা কিরূপ অনায়াসে দণ্ড, মুকুট ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র বেশ ধরিতে পারেন, রাজভবনের ভোগের সঙ্গে সংযম বাঁধিয়া রাজা কিরূপে ঋষির জীবন যাপন করিতে পারেন, এই মহা গ্রন্থে তাহা দেখা যায়। ত্যাগ

ইহার মূল মন্ত্র। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছিলেন, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" এক মাত্র ত্যাগ দ্বারা তাঁহারা অমৃতত্ব পাইয়াছিলেন। ত্যাগকে যে আপনার জীবনের অলঙ্কার করিয়াছে, তাহার জীবন স্বার্থত্যাগ দ্বারা কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করে, রামায়ণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যে যে আয়োজন লইয়া মানবজীবনের সুখ, উচ্চ ধর্ম্মভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া যে নয়ন অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করে, সে চক্ষে যে কি অমৃত-লোক দেখা যায়, রামায়ণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

রামায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল শোকের কথায় পূর্ণ। কৈকেয়ীর মোহে পড়িয়া মহারাজ দশরথ যে মহা পাপ করিয়াছিলেন, শোক ও অনুতাপে প্রাণ দিয়া কেবল তাঁহাকেই যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল, এমন নহে, তাঁহার পুত্রদিগকে ও পুত্রবধূকেও সারাজীবন ধরিয়া সে ব্রত পালন করিতে হইল। তুষানল যেমন বাহিরে দেখা যায় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা পুড়িতে থাকে, সেইরূপ দশরথের পাপের জন্য রাম, সীতা, ভরত ও লক্ষ্মণকে চিরদিন অনবরত নীরবে দুঃখে পুড়িতে হইয়াছে এবং পুড়িতে পুড়িতে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রের প্রচ্ছন্ন আভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কৌশল্যা।

রামায়ণের যে চরিত্র সর্ব্বপ্রথমে আমাদের চিত্ত মুগ্ধ করে, তাহা দেবী কৌশল্যার। এমন ধর্ম্মপ্রাণা মহৎ হৃদয়া নারীর আদর্শ জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতার উচ্চ চরিত্র তাঁহাতে মিলিত হইয়াছিল। ইনি কোশল-রাজকন্যা এবং ভারতবিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলে উৎপন্ন অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের মহিষীর গৌরবময় পদ পাইয়া এবং রাজগৃহের অজস্র ধন ও বিভবের মধ্যে থাকিয়া তিনি এই উচ্চ চরিত্র লাভ করেন নাই। সংসারের সুখে হতাশ হইয়া, পার্থিব সম্পদে বিমুখ হইয়া তিনি এই পরম ধন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেবী কৌশল্যার জীবনে সুখ ছিল না; কারণ, তিনি দশরথের প্রিয় ছিলেন না। দশরথ তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী কৈকেয়ীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং বিচার না করিয়া তাঁহার সকল কথামতই চলিতেন। এই কারণে প্রধানা মহিষী হইয়াও কৌশল্যা স্বামীর

অনাদর ও কৈকেয়ীর প্রভুত্বের মধ্যে অতিশয় অসুখে বাস করিতেন। পীড়িত শিশু যেমন মাতার ক্রোড় ত্যাগ করিতে চাহে না, সংসারের সুখে হতাশ হইয়া দেবী কৌশল্যার ব্যথিত হৃদয় তেমনই দেবতার চরণের আশ্রয় কখনও ত্যাগ করিতে চাহিত না। দুঃখ, সুখ সকল অবস্থাতেই তিনি সেই পরম আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং তথায় অন্তরের সকল বেদনা জানাইয়া তিনি সকল সান্ত্বনা ও বল লাভ করিতেন। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই সংবাদে যে দিন অযোধ্যা নগরী আনন্দে অধীর হইয়াছিল, সে দিন রামজননী রাজ্ঞী কৌশল্যা কি করিলেন ? যিনি চিরদিন অনাদর, উপেক্ষা ও লাঞ্ছনায় দিন কাটাইয়াছেন, তিনি এই সৌভাগ্য সংবাদে উল্লাসে মত্ত হইয়া নগরীর আনন্দউচ্ছ্বাসে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন না, অথবা রত্ন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শত সহচরী সঙ্গে কৈকেয়ীর মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে সগর্ব্বে জানাইলেন না, যে, রাজা তোমার ভরতকে রাজ্য না দিয়া দেখ, আমার রামকেই রাজা করিতেছেন। চিরতপস্বিনী মহিষী তাঁহার জীবনের এই প্রথম সুখের দিনে যে আচরণ করিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তিনি ভক্তি ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া তাঁহার

আরাধ্য দেবতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং সংযত দেহ মনে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন; নগরে দুঃখী ও অনাথদের কথা আজ তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইল, তিনি তাঁহার ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া মুক্তহস্তে তাহাদের অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা চন্দ্রকিরণের মত ধবল অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়া কৌশল্যার ভবনে দুঃখীর আগমন কোলাহল শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, "রামমাতা কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও আজি কি কারণে দুঃখীদের ধন বিতরণ করিতেছেন?"

পূর্ব্ব রাত্রি সংযমে যাপন করিয়া প্রভাতে কৌশল্যা যখন পুত্রের হিতার্থে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ তোমায় যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন।" তখন রাম মাতাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষা কঠিন তাঁহার বনগমন সংবাদ জানাইলেন; তাহা শুনিয়া মহারাণী কৌশল্যা বনে

কুঠারচ্ছিন্ন শালতরুর ন্যায় অথবা স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। একত্র হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। যুগপৎ হর্ষশোকের আবেগ সংবরণ করা এমনই কঠিন। এই কঠিন আঘাত যে শক্তিতে মহারাণী কৌশল্যা অপরাজিত হৃদয়ে বহন করিলেন, তাহা দেবতার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আত্মসংযমের দুর্ল্ভ শক্তি; সেই শক্তি দীর্ঘ জীবনের তপস্যায় পাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী কৌশল্যা আমাদের হৃদয়ের অখণ্ড পূজা লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন।

রাম মাতাকে ধরায় পতিত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিলেন। কৌশল্যা তখন কহিতে লাগিলেন, "স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখ সৌভাগ্য হয়, আমার তাহা হয় নাই। পুত্র হইলে সকল দুঃখ দূর হইবে, এই আশ্বাসেই আমি এত দিন জীবিত ছিলাম। পতি বিমুখ বলিয়া কৈকেয়ীর দাসীগণ আমায় অপমান করে, তুমি থাকিতেই যখন সপত্নী আমার এমন দুর্দ্দশা করিল, তখন তুমি বনে গেলে কি হইবে বলিতে পারি না। আমি এখন জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। সপত্নীদের অত্যাচার আর আমার সহিবে না।

ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, আমি সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে যাইব। হায়! যে পুত্রের জন্য আমি এত তপ জপ করিয়াছি, ঊষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় সে সকলই নিষ্ফল হইল।”

রাম বনে গেলে তাঁহাকে সপত্নী হস্তে কি ভয়ানক দুর্গতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেবী কৌশল্যা এইরূপ করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রামকে পিতৃ আজ্ঞা পালনে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “হায়, যিনি মহারাজ দশরথের পুত্র, যিনি কোন দিন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন। যাঁহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি কিরূপে বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিবেন! গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বৃক্ষ লতাকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শোকাগ্নি আমাকে দগ্ধ করিয়া উত্থিত হইবে। বৎস, তোমার পিতার ন্যায় আমিও তোমার পরম গুরু, সুতরাং পিতার আদেশ পালন করিতে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিও না। গৃহে থাকিয়া আমার সেবা কর, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। আর যদি তুমি বনে যাও, তুমি যথায় যাইবে ধেনু

যেমন বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, আমি সেইরূপ তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব।” রাম জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া কহিলেন,“মাতঃ কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে অতিশয় দুঃখিত করিয়াছেন, এখন আমি বনে চলিলাম, আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই ; অতএব আপনি এমন কথা মনেও স্থান দিবেন না। পৃথিবীপতি আমার পিতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম্ম। মহারাজ আপনার ভর্ত্তা এবং আমার পরম গুরু বিশেষতঃ তিনি সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই বর্ত্তব্য।”

বহু তর্ক ও অনুনয় করিয়া যখন পুত্রকে তাহার সত্য পালন ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন জননী কৌশল্যা শোকের আবেগ চির অভ্যস্ত সংযমবলে হৃদয়ে রোধ করিয়া এই নূতন ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য যেরূপ প্রস্তুত হইলেন,তাহা দেবতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসশালিনী ক্ষত্রিয়মহিষী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। শুভদর্শনা কৌশল্যা প্রিয় পুত্রের মুখে এই ধর্ম্ম সঙ্গত

মধুর কথা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও মনে গাঢ় প্রীতি অনুভব করিলেন। ধর্ম্ম কথা তাঁহার অন্তরে কখনই ব্যর্থ হয় নাই, পুত্র মুখে তাহা শুনিয়া তাঁহার অন্তরের যে ধৈর্য্য ক্ষণকাল লুপ্ত হইয়াছিল, সত্বরে তাহা পুনরায় লাভ করিলেন এবং কহিলেন, "বৎস. স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।" তাহার পর তিনি কহিলেন,"রাম, তুমি বনগমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছ, তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নহে। তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে যাও, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। এখন প্রস্থান কর, নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনা বাক্যে আমায় আনন্দিত করিও।" এই বলিয়া তিনি পুত্রের জন্য নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে কহিলেন, "বৎস, তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। তুমি প্রীতিসহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদয় বন মধ্যে নিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে বন মধ্যে ভ্রমণ করিবে, তখন কুলপর্ব্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ,

পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহসমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন! হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ ইহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি প্রচুর পরিমাণে ফলমূল পাইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। আকাশচর এবং পার্থিব প্রাণী এবং যে সকল দেবতা তোমার প্রতিকূল হইতে পারেন, তাঁহারা তোমার মঙ্গল করুন।" বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্য, গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবতাদের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রের :বনবাস উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া রামকে কহিলেন, "বৎস, বৃত্রবধকালে ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহা হউক। বিনতা অমৃতপ্রার্থী গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও। অমৃত উদ্ধার সময়ে ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহা লাভ কর। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামন যে শুভ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও। মহাসাগর, দ্বীপ, ত্রিলোক, বেদ ও

দিক সমুদয় তোমার মঙ্গল করুন।” এই বলিয়া তিনি রামের মস্তকে আশীর্ব্বাদবস্ত্র প্রদান, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শুভ বিশল্যকরণী তাঁহার হস্তে বাঁধিয়া দিলেন।

সুমন্ত্র রামকে বনবাস দিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখে বনবাসী পুত্র ও পুত্রবধূর সমুদয় সংবাদ শুনিয়া রাজমহিষী কৌশল্যা শোকে অধীর হইয়া মহারাজ দশরথকে সকল অনিষ্টের মূল জানিয়া তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ মহিষীকে প্রসন্ন করিবার জন্য অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, “দেবি, তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, সৎ ও অসৎ কি তাহা জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।”

দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণালী যেমন বর্ষার জল ধারা বহন করে, কৌশল্যার চক্ষু দিয়া সেইরূপ প্রবল বেগে জল ধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পদ্মকলিকার ন্যায় দশরথের অঞ্জলি স্বহস্তে লইয়া সসম্ভ্রমে

তাহা স্বীয় মস্তকের উপর রাখিয়া ভীত মনে কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহার পর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি। আমার ধর্ম্ম জ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী তাহাও জানি, আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমাকে ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিয়াছি। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি লুপ্ত হয়, শোকের মত শত্রু আর নাই। আজ পাঁচ দিন রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে এই পাঁচ দিন আমার পাঁচ বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এই মহাপ্রাণা নারী তাঁহার উচ্চ চরিত্রবলে সকলের ভক্তি ও সম্ভ্রম কতদূর আকর্ষণ করিতেন, তাহা মহারাজ দশরথের এই কয়টি কথায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। রামকে বনে পাঠাইতে হইবে শুনিয়া মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "কৌশল্যা দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, ভার্য্যার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায় আমার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি প্রিয়ভাষিণী ও আমার প্রিয় পুত্রের মাতা; তিনি সর্ব্বাংশে আমার

সম্মানের যোগ্যা হইলেও আমি তোমার জন্য তাঁহার সমাদর করি নাই।" এই কয়টি কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অনাদৃতা হইয়াও কৌশল্যা দশরথের হৃদয়ের কতখানি সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইঁহার মত উচ্চ চরিত্র রামায়ণেও বিরল।

দশরথ।

মহারাজ দশরথ তাঁহার পিতা অজের এক মাত্র পুত্র। বিদর্ভ রাজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় দেশ বিদেশ হইতে অনেক রাজা, রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয়কুমার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইন্দুমতী তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া যুবা অজকেই মাল্য দিয়াছিলেন। দশরথ যখন শিশু, মহারাজ অজ এক দিন ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার রাজ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ বীণা হস্তে আকাশ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বীণার অগ্রভাগে এক গাছি পারিজাত মালা ছিল। হঠাৎ সেই মালা বীণাচ্যুত হইয়া ইন্দুমতীর গাত্রে পড়িয়া গেল। ইন্দুমতী সেই মালা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অজের কাতর বিলাপে সকলে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীর মূর্চ্ছা দূর করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পতি ও শিশু পুত্রকে শোকে ভাসাইয়া তিনি অকালে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার পর মহারাজ অজের জীবনের সুখ ও শান্তি জন্মের মত বিনষ্ট হইল; তাহার পর তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন,

আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় অসহ্য শোকের অগ্নিতে অনবত জ্বলিত, সংসারের অন্য কোন সুখ তাঁহার দগ্ধ হৃদয় জুড়াইতে পারে নাই; প্রজাদের সুখী করা ও মাতৃহীন পুত্রটিকে মাতার অধিক যত্নে পালন করা ইহাই তাঁহার শোকভগ্ন জীবনের শেষ কার্য্য হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দশরথ যখন অযোধ্যার রাজা হইলেন, তখন তিনি তরুণবয়স্ক। যে যে গুণ থাকিলে প্রজাদের অনুরাগ আকর্ষণ করা যায়, তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি প্রজাদের সন্তানের ন্যায় পালন করিয়া তাহাদের এমন প্রিয় হইয়াছিলেন, যে তাহারা তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় জ্ঞান করিত। তিনি সত্যবাক্, ধর্ম্মাত্মা এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এমন মধুর ও কমনীয় ছিল, যে এ পৃথিবীতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না, তিনিও কাহারও শত্রু ছিলেন না। তিনি মৃগয়া করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং এমন পরাক্রম-শালী বীর ছিলেন, যে অসুর দমন করিতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং এই মধুর স্বভাব, বীর্য্যবান্, তরুণ রাজা কেবল যে ভারতের

রাজন্যসমাজে প্রিয় ছিলেন, এমন নহে, দেবরাজের সভায়ও তাঁহার সমান প্রতিপত্তি ছিল, সেখানেও তিনি সাদর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইতেন।

একাধারে এত উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াও এক দোষের জন্য দশরথের জীবন পরিণামে এমন শোচনীয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা স্মরণ করিতে হৃদয়ে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। যাহা লইয়া জীবনে সুখী হওয়া যায় ও অপরকে সুখী করা যায়, তাঁহার চরিত্র ও ভাগ্যে সে সকলের কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু যে আত্মসংযম উৎকৃষ্ট চরিত্রের ভিত্তি, যাহা মানব জীবনের প্রধান গৌরব, তাহা দশরথের ছিল না। তিনি বাল্যে মাতৃহারা হইয়া ভগ্নহৃদয় পিতার অজস্র স্নেহ ও অতুল বিভবে পালিত হইয়াছিলেন, এইজন্য কখনও আপনার কোন বাসনা সংযত বা ইচ্ছা রোধ করিতে শিখেন নাই। চাহিবামাত্র বা অভাববোধের পূর্ব্বেই তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। যখন যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন, মনের ভালবাসা তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তিনি সেই পথেই ধাবিত হইতেন; বিচার শক্তি বা অপরের সুখ দুঃখের চিন্তা তাঁহাকে তাহা হইতে

নিরস্ত রাখিত না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চরিত্রে যে বল জন্মে, তাহা তাঁহার ছিল না, কারণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি কখনও চলিতে চেষ্টা করেন নাই, সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাশক্তি চিরদিন দুর্ব্বল ছিল, এই দুর্ব্বল চিত্ততাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল।

মহারাজ দশরথের বহু মহিষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সন্তান ছিল না। পুত্রলাভের আশায় অনেক ব্রত, পূজা ও দান করিয়া অবশেষে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার চারি পুত্র জন্মিল। ইহার পর তাঁহার মনের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ ছিল না। অনেক আরাধনার পর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনের সকল আসক্তি তাহাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; বাস্তবিক পিতাতে এমন আত্মহারা গভীর বাৎসল্য আর দেখা যায় না। পত্নীদিগের মধ্যে কৈকেয়ী যেমন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, পুত্রগণের মধ্যে রামও তাঁহার সেইরূপ, কি তাহা অপেক্ষা তাঁহার অধিক প্রিয় ছিলেন। রামকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিতে তিনি অন্তরে ব্যথা পাইতেন। দশরথের চরিত্রে পক্ষপাতিতা বড় প্রবল দেখা যায়, যাহাকে যখন ভাল বাসিতেন, তখন সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া

পড়িতেন; তাঁহার সকল ভালবাসা, তখন অপর স্নেহভাজনদের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কেবল সেই বিশেষ ব্যক্তির উপরে প্রবল বন্যার মত গিয়া পড়িত। কৈকেয়ী ও রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের স্নেহের এইরূপ পক্ষপাত ছিল। তাঁহার স্নেহের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পত্নীই তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্রের অনানুষ শত্রুতা করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইলেন।

রামের অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিয়া দশরথ হৃষ্ট মনে কৈকেয়ীকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন তাঁহার শয়নগৃহে ছিলেন না, তাঁহার পিত্রালয়ের দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় ক্রোধাগারে ছিলেন; তাহার পরামর্শে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, অভিমান করিয়া রাজার উপর স্নেহের দাবীতে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইবেন এবং ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসন দিবেন।

রাজা ক্রোধাগারে গিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী আলুলায়িত কেশে ভূমিতে পড়িয়া আছেন। দশরথ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কহিলেন, "আমি ও আমার যাহা কিছু সমুদায়ই তোমার, তুমি যাহা চাহ বল, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" "সূর্য্যচন্দ্র

যত দূর পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত হয়, পৃথিবীতে তত দূর পর্য্যন্ত আমার অধিকার।” “আমি রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কাহাকেও অধিক ভালবাসি না, আমার জীবনের অবলম্বন সেই রামের শপথ, তুমি যাহা চাহিবে দিব।” রাজা কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইরূপ নানা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, তখন কৈকেয়ী তাঁহার নিকট দুই বর চাহিলেন, প্রথম, রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে নির্ব্বাসন, দ্বিতীয়, ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক।

এই দুই ভয়ঙ্কর কথার অর্থ বুঝিতে দশরথের কতক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কৈকেয়ীর মুখে বর প্রার্থনা শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ চেতনাহীনের ন্যায় হইলেন, তাহার পর বহু ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন তাঁহার চেতনা জন্মিল, তখন মৃগ যেমন ব্যাঘ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তিনি কৈকেয়ীর দিকে সেইরূপ চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়তমা রাজ্ঞীর মুখের যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টি ও চিত্ত এত দিন মুগ্ধ রাখিয়াছিল, তাহা আলেয়ার আলোকের মত নিমেষে অন্তর্হিত হইল। আজ তাঁহার নিকট কৈকেয়ীর যে মূর্ত্তি দেখা দিল, তাহা শ্মশানচারিণী ভৈরবী অপেক্ষাও

ভয়ানক। এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া দশরথ ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন; "নৃশংসে রাম মাতার মত সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন ও তোমাকে ভালবাসেন, তবে তাঁহার এই অনিষ্ট তুমি কেন ইচ্ছা করিতেছ?" "আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ণবিষা বিষধরীর ন্যায় তোমাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা অধিক কি, রাজশ্রী বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" "হায়, স্বর্গে যখন দেবতারা আসিয়া রামের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব? আমি বহু দিন নিঃসন্তান ছিলাম, অতি কষ্টে রামকে পাইয়াছি. এখনে বল, আমি কিরূপে তাঁহাকে ত্যাগ করিব? রাম মহাবীর, কৃতবিদ্য, ক্ষমাশীল ও শান্তস্বভাব, আমি সেই পদ্মপলাশলোচনকে কিরূপে বনবাস দিব? তিনি কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই, জন্মাবধি সুখে কাল হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার এই দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিব?" "সূর্য্য ভিন্ন জগৎ থাকিতে পারে, জল বিহনে শস্য বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিবে না।" সমগ্র হৃদয় ও মন মথিত করিয়া দশরথের মুখে দিয়া এই সকল করুণ বিলাপ উত্থিত

হইতে লাগিল। জগতের আর কেহ বুঝি সন্তানের জন্য এমন আর্ত্ত বিলাপ করে নাই। আমার নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের আমা হইতে এমন দণ্ড হইল, শত বার দশরথের মনে এই কথা উদিত হইতে লাগিল। রামের অভিষেক উপলক্ষে কত রাজা, রাজপুত্র বীরগণ, বিদ্বৎজন, ঋষিকুল, সম্ভ্রান্ত পৌরজন ও জানপদবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া উপনীত হইয়াছেন, সর্ব্বজনপ্রিয় রাজকুমারের অভিষেকের আনন্দে অযোধ্যা অধীর হইয়াছেন, কল্য প্রভাতে অভিষেক উপলক্ষে যে মহতী সভা হইবে, দশরথ তথায় কোন্ মুখে উপস্থিত হইবেন? কোশলরাজের ভুবনব্যাপী সম্ভ্রম কাল সকলের সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। সর্ব্বগুণে গুণবান নির্দ্দোষ প্রাণপ্রিয় পুত্র অপরাধীর ন্যায় দণ্ড ভোগ করিতে গহন বনে প্রবেশ করিবেন। যাহাকে চিরদিন পূর্ণ বিশ্বাসে অন্তরের সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, তাহা হইতে এই অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল? দশরথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তপ্তশেল বিদ্ধের ন্যায় আকুল হইয়া তিনি যাতনায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রামের বিহনে কৌশল্যার বিলাপ পাঠ করিলে প্রাণ ব্যথিত ও অধীর হয়, কিন্তু রামের জন্য দশরথের যাতনা স্মরণ করিলে চিত্ত

ক্ষোভে ও দুঃখে কেবল ব্যথিত নয়, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কৈকেয়ীর প্রার্থিত বর শুনিয়া অবধি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দশরথের কি অসহনীয় যাতনায় দিন কাটিয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। সেই কালরাত্রি তারকাখচিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। রাজা অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি আকাশে বদ্ধ করিয়া করযোড়ে কহিলেন, "হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রভাতে রাম বন গমন করিলে এবং আমার মৃত্যু হইলে যাহার নিমেত্তে আমার এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর মুখ আর দেখিতে হইবে না।"

পর দিন রজনী প্রভাত হইল। কুলগুরু বশিষ্ঠ রামের অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিয়া রাজাকে সভাগৃহে আনয়ন করিতে সুমন্ত্রকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। সুমন্ত্র রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবান বশিষ্ঠ, সুযজ্ঞ, বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ দান করুন।" তখন দশরথ কেবল কহিলেন, "সুমন্ত্র, আমি সুন্দর রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।" রাম আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে

দাঁড়াইলেন, তখন দশরথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে বা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কৈকেয়ীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাম যখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইবেন বলিয়া পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন, তখন তিনি কহিলেন, "আমি বর দিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য লও।" রাম বনে যাইবেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনও নিবৃত্ত হইবেন না, ইহা জানিয়া রাজা আবার কহিলেন, "পুত্র, তুমি বনে যাও, শীঘ্র ফিরিয়া আসিও, আমি তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে বলিতে পারি না, তোমার পথ ভয়শূন্য হউক। আমার এক অনুরোধ, তুমি আজ যাইও না, আমি ও তোমার মাতা আর এক দিন তোমার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইব ও তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিব।" রাম সেই দিনই বনে যাইবেন বলিয়া বিমাতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার এই অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। বল্কল পরিয়া ভ্রাতা ও সীতাকে লইয়া তিনি যখন রথে আরোহণ করিয়া বনে যাত্রা করিলেন, রাজা ও মহিষী রথের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া "রথ রাখ" "রথ রাখ" বলিতে

লাগিলেন। রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও।" রথ চলিয়া গেল। রাজা ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি বাম পার্শ্বে কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার স্ত্রী নও।" তাহার পর কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "দ্বারদর্শিগণ, আমাকে রামের মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্য কোথাও শান্তি পাইব না।" কৌশল্যার গৃহে গিয়া অনবরত কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিতে দশরথের তন্দ্রা আসিল, তিনি অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া কৌশল্যাকে কহিলেন, "আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দৃষ্টি আর ফিরিয়া পাই নাই, তুমি হস্ত দিয়া এক বার আমাকে স্পর্শ কর।"

ছয় দিন পরে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুমন্ত্রমুখে নির্ব্বাসিত পুত্রের সমুদয় সংবাদ শুনিয়া দশরথ অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার পর সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমায় শীঘ্র রামের নিকট লইয়া

যাও, আমি রাম ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না। আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা হইতে অধিক দুঃখ কি, যে আমি এই সময়ে রামের মুখ দেখিতে পাইলাম না।”

রাম নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধ রাত্রিতে দশরথের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি না জানিয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই পুত্র শোক যে তাহারই মহা প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে তিনি তাহা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভগ্নহৃদয়ে রুদ্ধকণ্ঠে কৌশল্যাকে কহিতে লাগিলেন, “দেবি, তখন তোমার বিবাহ হয় নাই। আমি যুবরাজ ছিলাম ; তখন একবার বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। স্রোতের জল গৈরিক প্রভৃতি ধাতু যোগে কোথাও রক্তবর্ণ, কোথাও পাণ্ডুবর্ণ ও কোথাও বা গৈরিক বর্ণ হইয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে বহিতেছিল। মেঘমালা আকাশে শোভা পাইতেছিল, সেই সময়ে এক দিন সায়ংকালে আমি ধনুক হস্তে সরযুর অরণ্যময় তীরে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম। প্রস্রবণ হইতে এক ঋষিকুমার কুম্ভ জলে পূর্ণ করিতেছিলেন ; হস্তী জলক্রীড়া করিতেছে ভাবিয়া আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে বাণ নিক্ষেপ করিলাম। পর মুহূর্ত্তে মনুষ্যকণ্ঠে

কাতর হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে আহত ও জলে পতিত হইয়া কহিলেন, 'আমি এক জন তাপস, কি কারণে আমার উপরে শস্ত্র পতিত হইল? আমি রাত্রিকালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময়ে কে আমায় শর প্রহার করিল? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করি, আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্ম্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? প্রাণনাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না; আমার মৃত্যুতে আমার বৃদ্ধ পিতামাতার যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি। হায়, এক শরে আমরা সকলেই হত হইলাম।'

দেবি, সেই রাত্রিতে তপস্বী মুখের এইরূপ করুণ বাক্য শুনিয়া আমার হস্ত হইতে শর ও ধনুক ভূমিতে পড়িয়া গেল। আমি অত্যন্ত ভীত ও শোকে আকুল হইয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া তথায় গিয়া দেখিলাম, সরযূ তীরে এক অল্প বয়স্ক তাপস শর বিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত আছেন। তাঁহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, শরীর ধূলিলিপ্ত ও রক্তাক্ত, জলপূর্ণ কলস নিকটে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে।

সেই তরুণ তাপস আমাকে সম্মুখে দেখিয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, আমি বনবাসী, পিতামাতার জন্য জল লইতে সরযুতে আসিয়াছিলাম ; তুমি কেন আমায় আঘাত করিলে ? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম ? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণনাশ করিলে। তাঁহারা অন্ধ ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি এই পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তোমার সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মদেশে অতিশয় যাতনা দিতেছে অতএব তুমি, এখনই আমার বক্ষ হইতে শল্য তুলিয়া লও।'

দেবি, মুনিকুমার এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে সাবধানে শর তুলিয়া লইলাম, তখন তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার নয়ন দুইটী উর্দ্ধে আবর্ত্তিত হইয়া গেল. তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবি, না জানিয়া এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে জল পূর্ণ কলস লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া তরুণ তাপসের পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখিলাম, দুর্ব্বল, অন্ধ

তাপস দম্পতি ছিন্নপক্ষ পক্ষীযুগলের মত বসিয়া আছেন। তাঁহারা পুত্র কখন জল আনিবে সেই আশায় ছিলেন। দেখি, একেত আমি ভীত ও শোকার্ত্ত ছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমার আরও অধিক ভয় ও শোক হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্র ভ্রমে কহিলেন, "বৎস, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তুমি শীঘ্র জল আন। তুমি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া আমরা কত ব্যস্ত হইতেছি। আমরা যদি তোমার কোন অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই গতিহীনদিগের গতি ও চক্ষুহীনদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।" আমি তখন কহিলাম, হে তপোধন, আমি আপনার পুত্র নহি, দশরথ নামক ক্ষত্রিয়; আমি না জানিয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে সমুদয় ঘটনা অবগত করাইলাম। আমি অধোমুখে করযোড়ে সবিনয়ে মুনিকে এই কঠোর কথা শুনাইলে তিনি কহিলেন, "তুমি যদি আসিয়া আমাকে এই সংবাদ না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সহস্র অংশে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এখন তুমি আমাদের সেই খানে লইয়া চল।" অনন্তর আমি সরযূ তীরে লইয়া গিয়া তাঁহা-

দিগকে তরুণ তাপসের মৃতদেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা পুত্রের শবের উপর পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, 'বৎস, তুমি আমায় অভিবাদন করিতেছ না কেন? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি রাগ করিয়া আছ? আমি যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধার্ম্মিকা মাতার দিকে দৃষ্টি কর। আমি শেষ রাত্রিতে কাহার প্রিয় কণ্ঠস্বরে শাস্ত্র আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব? সন্ধ্যাবন্দনার পর অগ্নি জ্বালিয়া কে আমায় স্নান করাইবে? আর কে কন্দমূল ও ফল আহরণ করিয়া আমাদিগকে প্রিয় অতিথির মত ভোজন করাইবে? বৎস, তুমি যমালয়ে একাকী যাইও না, কল্য আমাদের উভয়ের সঙ্গে তথায় যাইও। আমি যমালয়ে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, 'ধর্ম্মরাজ, আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।' মুনি এইরূপ বিলাপ করিয়া আমায় অভিশাপ দিলেন, যে "পুত্রশোকে যেমন আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, তোমাকেও সেইরূপ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে

হইবে।' এই বলিয়া তিনি পত্নীর সহিত পুত্রের চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।"

বহু বৎসর হইল এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল আজ পুত্র শোক কি, তাহা বুঝিয়া দশরথের স্মৃতিতে সেই করুণ দৃশ্য উদিত হইল। অজ্ঞানতাবশতঃ মুনি কুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বিধাতার ন্যায় দণ্ডে তাঁহার যে পুত্রশোকে প্রাণ বিয়োগ ঘটিতেছে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৌশল্যাকে কহিলেন, "দেবি, পুত্রশোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর।" তাহার পর কহিলেন, "এখন রাম যদি আসিয়া আমায় একবার স্পর্শ করেন এবং যদি তিনি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তবে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি ভাল ব্যবহার করি নাই, কিন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার পর গুরুতর দুঃখ কি, যে আমি মৃত্যু সময়ে ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইব না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যাঁহারা রামের কুণ্ডলযুক্ত মুখ দেখিবেন, তাঁহারা দেবতা, আমি আর দেখিতে পাইলাম না।"

গভীর রজনীতে এইরূপ বিলাপ করিয়া "হা পুত্র" "হা রাম" বলিতে বলিতে দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুতাপদগ্ধ পীড়িত হৃদয় রাম বনে যাইবার ষষ্ঠ রাত্রে চির শান্তি লাভ করিল।

ভরত।

লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন, "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এমন নিষ্ঠুর কেন হইলেন?" ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, কৈকেয়ী যাঁহার মাতা, তিনি এমন দেবদুর্লভ সাধুতা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক এমন উন্নত, এমন নির্দ্দোষ, এমন স্বার্থশূন্য চরিত্র জগতে অতি অল্প দেখা গিয়াছে। এই নিষ্কাম সন্ন্যাসী রঘুকুলের অনেক পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের কুল শোভিত করিতে যেন, তথায় জন্ম লইয়াছিলেন। যাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় রাজপুত্র নিরপরাধে হঠাৎ দীর্ঘকালের জন্য বনবাসের প্রেরিত হইলেন, এই বিষম অন্যায় দেখিয়া অযোধ্যার রাজভবন ও নগরে যে ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সকলের প্রদীপ্ত রোষ এই নিরপরাধ রাজকুমারের উপর পতিত হইয়াছিল। কৈকেয়ী পুত্রের জন্য রাজ্য লইতে ইচ্ছা করিয়া অযোধ্যায় যে বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল, যে দূরে মাতুলালয়ে থাকিয়া ভরত

রাজ্য পাইবার লোভে মাতাকে এমন ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন। রাম বনে গেলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর উপর ক্রোধ করিয়া অথবা ভরত সমুদয় অনিষ্টের মূল ইহা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারী নহেন বলিয়া গিয়াছিলেন। রাম বনে গেলে প্রজাগণ "ঘাতকের নিকটে পশুগণের ন্যায় আমরা ভরতের নিকটে বদ্ধ হইলাম" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। মাতা হইয়াও কৈকেয়ী আচরণ দোষে ভরতের এমন পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে সকলের সন্দেহের ভারে ভরতের জীবন ঘোর বিষাদময় হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র এমনই উন্নত ও পার্থিবতার লেশমাত্রহীন, যে পদ্মের মৃণাল যেমন শুভ্র পদ্মটিকে কর্দ্দমের বহু উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে, সেইরূপ তাহা তাঁহাকে সকল সন্দেহের মলিনতা হইতে অনেক উচ্চে রক্ষা করিয়াছিল।

প্রভাতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভরত নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মাতার রাজ্যলোভ অযোধ্যায় যে বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল, তাঁহার মনে যেন তাহারই কৃষ্ণ ছায়া পড়িয়াছিল। এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে দূতগণ তাঁহাকে লইতে আসিল। বহু দেশ,

নদ, নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি দেখিতে পাইলেন। অযোধ্যায় আসিলেন ভাবিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, উহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরের সে ভাব দূর হইল। তিনি ভীতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, ইহা যে অযোধ্যার মত বলিয়া হয় না। নগরীর সেই তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? এখানে বেদপাঠে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর ও কার্য্যব্যস্ত নরনারীর কোলাহল নাই। যে সকল প্রমোদ উদ্যানে রমণী ও পুরুষগণ একত্রে ভ্রমণ করিত, তাহা পরিত্যক্ত দেখিতেছি। রাজপথ চন্দন মিশ্রিত জলে পবিত্র হয় নাই, রাজপথে রথ, হস্তী, অশ্ব দেখিতেছি না। দ্বার সকল অবদ্ধ, শোভাহীন রাজপুরী যেন উপহাস করিতেছে।" সত্যই অযোধ্যার শোভা অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিপণী সকল রুদ্ধ, রাজপথ দিয়া কেহ চলিতেছে না, অযোধ্যা রামকে হারাইয়া যেন পুত্রহীনা রাজমহিষী কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভরত অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধীরে ধীরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

কৈকেয়ী পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, রাম বনবাস গিয়াছেন পর অযোধ্যানগরী ও কোশল

রাজের প্রাসাদ তাঁহার নিকট সর্পপূর্ণ রসাতলপুরীর মত হইয়া উঠিয়াছিল; কৈকেয়ী ভরতকে পাইয়া ভাবিলেন, এই শত্রুপুরীর মধ্যে এত দিনে এক জন মিত্র পাইলাম।

ভরত মাতাকে পিতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "সর্ব্ব জীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে ভরত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর জ্ঞান লাভ করিয়া কহিলেন, "পিতার যে হস্ত কার্য্য করিয়া ক্লান্তি বোধ করিত না, আমি তাঁহার সে হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর পুনরায় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার ভৃত্য, সেই রামচন্দ্রকে দেখিতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।" মাতা যখন কহিলেন, যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তখন ভরত বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিয়াছেন? তিনি কি বিনা দোষে কাহারও উপর উৎপীড়ন করিয়াছেন? বা অন্য কোন মহাপাপ করিয়াছেন? কেন তাঁহার এই নির্ব্বাসন দণ্ড হইল?"

কৈকেয়ী বলিলেন, "রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।" এই বলিয়া তিনি আনন্দিত মনে পুত্রের রাজ্য লাভের জন্য যাহা করিয়াছেন, সমুদয় সবিস্তারে কহিয়া কহিলেন, "এই নগরী ও সাম্রাজ্য এখন তোমারই হইয়াছে, তুমি শোক ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।"

এই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া ভরত ক্রোধ, লজ্জা ও দুঃখে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অতিশয় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি বুঝিলাম, তুমি অশ্বপতির কন্যা নহ, আমাদের কুলক্ষয় করিবার জন্য তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তোমা হইতেই মহারাজ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদের বিশেষ আদরণীয়, তুমি রাজবংশে জন্মিয়াও সে রাজধর্ম্ম জান না? তুমি আমার প্রাণান্তকর বিপদ উৎপন্ন করিয়াছ, আমি কোন মতেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব না, সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিয়া আমি তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।" এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত বন্য হস্তীর ন্যায়, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি শরীরের সকল অলঙ্কার দূরে ফেলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর বহু ক্ষণের পর চেতনা পাইয়া অমাত্যগণের মধ্যে কহিতে লাগিলেন, "আমি কখনও রাজ্য কামনা করি না এবং রাজ্য লইবার আশায় মাতাকে উত্তেজিত করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূর দেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য্য রাম যেরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন তাহাও জানি না।" অন্য গৃহ হইতে দেবী কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠের স্বর শুনিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, "দেখ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন, আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিত দেহে যথায় ভরত সেই দিকেই চলিলেন, ভরতও তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার গৃহে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস, তুমি রাজ্য চাহিয়াছিলে, এক্ষণে নিষ্কণ্টকে তাহা পাইয়াছ, তোমার

মাতা অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা লইয়াছেন। বৎস, রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য, যেখানে অনেক অশ্ব ও হস্তী আছে, তাহা এখন তোমারই হইয়াছে।”

কৌশল্যার এই কঠিন তিরস্কার শুনিয়া ক্ষত স্থানে সূচি বিদ্ধ করিলে যেমন বেদনা হয়, ভরত সেইরূপ ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া অনেক ক্ষণ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন; তাহার পর করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, “আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, আপনি অকারণে কেন আমায় তিরস্কার করিতেছেন? তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা কত গভীর, তাহা কি আপনি জানেন না? অধিক কি কহিব, রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয় এবং ভৃত্য ত্যাগে যে পাপ হয়, রামকে যে বনে পাঠাইয়াছে, তাহার তাহাই হউক। সেই পামর দেবগণ, পিতৃগণ এবং পিতামাতার শুশ্রূষা যেন না করে। সে আজ সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্ত্তি এবং সাধুজনের কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হউক। যে পানীয় জল দূষিত করে, যে বিষ দান করে, জল থাকিতে যে তৃষ্ণার্ত্তকে জল না দেয়, তাহার যে পাপ, তাহাই তাহার হউক।” রাজকুমার

ভরত এইরূপ নানা শপথ করিয়া দেবী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে ভূমিতে পতিত হইলেন।

তখন পতি পুত্র শোকে কাতরা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, "বৎস, তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্ম বেদনা দিতেছ, এখন আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতকালে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, "রাজকুমার, আর শোক করিয়া কি হইবে। রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এখন তুমি তাহারই আয়োজন কর।" তখন ভরত বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য করিতে উদ্যোগী হইলেন। দশরথের শব তৈলদ্রোণী হইতে উঠাইয়া ভূমিতে স্থাপন করিলেন। দশরথকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। পরে ভরত নানা রত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় পিতার শব স্থাপন করিয়া দীন মনে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে

আসিবার পূর্ব্বে রাম ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া আপনি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। রাম বনে গিয়াছেন আপনিও পরলোকে প্রস্থান করিলেন, এখন আর কে স্থির মনে প্রজাপালন করিবে?"

তাহার পর অগ্নিগৃহ হইতে যে অগ্নি রাজার অগ্রে বাহির করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বশিষ্ঠের আদেশে বিধান মতে তাহাতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা দশরথের শব শিবিকায় আরোপণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও শূন্য মনে তাহা সরযূর তীরে লইয়া চলিল। যাইবার পথে বহু লোক স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এবং সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠে চিতা রচিত হইয়াছিল, ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতায় স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাঁহার পরলোকের মঙ্গলের জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা সাম গানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ মহিষীরা বৃদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া যান ও শিবিকায় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ঋত্বিকগণের সহিত রাজার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথের প্রেতকৃত্যের চতুর্দ্দশ:দিবসের প্রত্যূষে রাজ্যের অনেক বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন "রাজকুমার, যিনি আমাদের রাজা ছিলেন, সেই মহীপাল রাম ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসনে দিয়া পরলোকে গিয়াছেন, অতএব তুমি এখন আমাদের রাজা হও। পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়া তুমি আমাদিগকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার কর।"

অনন্তর যে দিন অভিষেকার্থে নান্দীমুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্ব্ব রাত্রির শেষ ভাগে সূত ও মাগধেরা শুভসূচক স্তুতিগানে ভরতের স্তুতি আরম্ভ করিল। ভরত জাগরিত হইয়া শোকার্ত্তচিত্তে বাদক দিগকে কহিলেন,"তোমরা নিবৃত্ত হও, আমি রাজা নহি।" পরে শত্রুঘ্নকে কহিলেন,"দেখ, আমার মাতার জন্যই ইহারা এমন অনুচিত কার্য্যে রত হইয়াছে এবং রাজা দশরথ আমার উপর দুঃখভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। এখন সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মমূলা রাজলক্ষ্মী স্রোতের উপর কর্ণধারহীন নৌকার মত ভ্রমণ করিতেছে। যিনি আমাদের প্রভু, আমার জননী তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এমন বিশৃঙ্খলা ঘটিত না।"

অনন্তর বশিষ্ঠ শিষ্যগণসহ সুবর্ণনির্ম্মিত মণিখচিত

সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন. "তোমরা ভরত, শত্রুঘ্ন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও অন্যান্য রাজপুত্রদিগকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস।"

ধীমান ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সেই সভায় প্রবেশ করিলে ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভরতকে মৃদু বাক্যে কহিলেন, "বৎস, রাজা দশরথ সত্য পালনরূপ ধর্ম্মসাধন করিয়া এই ধনধান্যপূর্ণা বসুমতী তোমায় অর্পণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশের উপযুক্ত কার্য্য করিতেছেন। এখন তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য সুখে ভোগ কর। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমার জন্য অসংখ্য ধন রত্ন আনয়ন করুক।"

বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া ভরত শোকে অতিশয় কাতর হইয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কলহংস স্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে তপোধন, যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই রামের রাজ্য আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে গ্রহণ করিবে? আমি রাজা দশরথের পুত্র হইয়া কিরূপে জ্যেষ্ঠের রাজ্য অপহরণ করিব? এই

রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের। দিলীপ তুল্য, নহুষের ন্যায় আর্য্য রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; পিতার ন্যায় তিনিই এই রাজ্য গ্রহণ করিবেন। আমার মাতা যে অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, আমার তাহাতে অভিরুচি নাই। আমি এই স্থান হইতেই সেই বন দুর্গস্থিত রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিভুবনেরও রাজা, অতএব আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।" ভরতের মুখে এই ধর্ম্মানুগত মধুর শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত সভাস্থ সকলের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই বলিয়া ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্য যাত্রা ঘোষণা কর এবং শীঘ্র এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং যাইয়া বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য সে সকল অগ্রে লইয়া যাইব এবং বন মধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নি আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপ আনিব।"

ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠ, মাতৃগণ, অমাত্যবর্গ ও অযোধ্যার প্রজাদের লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিতে

চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থানে রাজ্য করিতেন। ভরত সসৈন্যে ভাগীরথীর কূলে সেই দিন বিশ্রাম করিলেন। নিষাদপতি গুহ গঙ্গাতীরে ভরতের সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয়ই নির্ব্বাসিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাহার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া নিষাদপতি আপনার জ্ঞাতিদিগকে ভাগীরথীর উপকূলে সশস্ত্র অবস্থান করিতে কহিয়া মাংস, মধু ও মৎস্য উপহার লইয়া ভরতের নিকটে চলিলেন। গুহ তাঁহার উপহার ভরতের নিকটে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার, এই রাজ্য তোমার গৃহ বিশেষ, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর, তোমার সৈন্যেরা আজি আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।" ভরত কহিলেন, "গুহ, তুমি যে আমার সৈন্য অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইয়াছে। গঙ্গার এই উপকূল গহন বনে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, কোন্ পথে গেলে আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতে পারিব, তাহা বলিয়া দাও।" গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার,

রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের। দিলীপ তুল্য, নহুষের ন্যায় আর্য্য রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; পিতার ন্যায় তিনিই এই রাজ্য গ্রহণ করিবেন। আমার মাতা যে অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, আমার তাহাতে অভিরুচি নাই। আমি এই স্থান হইতেই সেই বন দুর্গস্থিত রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিভুবনেরও রাজা, অতএব আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।" ভরতের মুখে এই ধর্ম্মানুগত মধুর শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত সভাস্থ সকলের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই বলিয়া ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্য যাত্রা ঘোষণা কর এবং শীঘ্র এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর,আমি স্বয়ং যাইয়া বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য সে সকল অগ্রে লইয়া যাইব এবং বন মধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নি আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপ আনিব।"

ভরত কুলগুরু বশিষ্ঠ, মাতৃগণ. অমাত্যবর্গ ও অযোধ্যার প্রজাদের লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিতে

চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থানে রাজ্য করিতেন। ভরত সসৈন্যে ভাগীরথীর কূলে সেই দিন বিশ্রাম করিলেন। নিষাদপতি গুহ গঙ্গাতীরে ভরতের সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয়ই নির্ব্বাসিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাহার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া নিষাদপতি আপনার জ্ঞাতিদিগকে ভাগীরথীর উপকূলে সশস্ত্র অবস্থান করিতে কহিয়া মাংস, মধু ও মৎস্য উপহার লইয়া ভরতের নিকটে চলিলেন। গুহ তাঁহার উপহার ভরতের নিকটে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার, এই রাজ্য তোমার গৃহ বিশেষ, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর, তোমার সৈন্যেরা আজি আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।" ভরত কহিলেন, "গুহ, তুমি যে আমার সৈন্য অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইয়াছে। গঙ্গার এই উপকূল গহন বনে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, কোন্ পথে গেলে আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতে পারিব, তাহা বলিয়া দাও।' গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার,

নিষাদেরা সকল স্থানই জানে, প্রস্থানকালে আমি তাহাদের লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ ইচ্ছা করিয়া রামের নিকট যাইতেছ? তোমার এই বহুসংখ্যক সেনা দেখিয়া আমার সেই ভয় জন্মিতেছে।" গুহের এই কথা শুনিয়া আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ভরত মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "রামের অনিষ্ট করিতে হইবে, এমন সময় যেন কখনও না আসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, তাঁহাকে আমি বন হইতে ফিরাইয়া আনিতেই চলিয়াছি, তুমি ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিও না।" নিষাদপতি ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি অযত্নাগত রাজ্য ত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছ, তুমিই ধন্য। এই পৃথিবীতে তোমার ন্যায় কাহাকেও দেখি না।" তাহার পর যখন গুহ তাঁহাকে সেই ইঙ্গুদী তরু দেখাইলেন, যাহার তলে রাম বনবাসের প্রথম রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, তখন ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যিনি অতি উচ্চ অট্টালিকায় চির দিন থাকিয়াছেন, যাঁহার গৃহ সর্ব্বদা সুগন্ধে পূর্ণ থাকিত, তিনি ভিখারীর মত এই বৃক্ষতলে পড়িয়াছিলেন? আমি তবে আর কি বলিয়া রাজার মত বেশ পরিব? আজ হইতে আমিও জটা রাখিব ও

বল্কল পরিব, ভূমি আমার শয্যা হইবে এবং ফল মূল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব।”

ভরত গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিলেন। নিষাদপতি গুহ ভরতের সৈন্য পার করিবার জন্য পাঁচ শত নৌকা এবং পতাকা ও ক্ষেপণী যুক্ত স্বস্তিকা নামক সুদৃঢ় নৌকা সকল আনয়ন করিল; উহার মধ্যে এক খানি স্বর্ণ খচিত ও শ্বেতবর্ণ কম্বলে আবৃত, তাহার উপরে নিষাদেরা মঙ্গলবাদ্য বাজাইতেছিল; ভরত শত্রুঘ্নকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। এইরূপে গঙ্গা পার হইয়া ভরত সসৈন্যে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম এক ক্রোশ দূরে। পাছে আশ্রম পীড়া জন্মে, এই ভয়ে ভরত সৈন্যদিগকে বনমধ্যে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিয়া ঋত্বিক ও মন্ত্রিগণের সহিত ভরদ্বাজের আশ্রমে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে অস্ত্র ও রাজ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠকে অগ্রে লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পদব্রজে যাইতে লাগিলেন; পরে আশ্রমের নিকটে আসিয়া মন্ত্রিগণকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় অতি বিনীত ভাবে

প্রবেশ করিলেন। ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিয়া শিষ্যদিগকে অর্ঘ্য আনিতে কহিয়া আসন লইতে উঠিলেন; ভরত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠের সঙ্গে আসিয়াছেন বলিয়া ভরদ্বাজ ভরতকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য সংক্রান্ত সমুদয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কহিলেন, "ভরত, তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহার জননী, মহারাজ দশরথ পত্নীর কথায় যাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠাইয়াছেন সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে বলিয়া তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্ট বাসনা করিতেছ?"

মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ভরত দুঃখে অধীর হইয়া সজল নয়নে কহিলেন, "ভগবন, আপনিও যদি আমায় এরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে আমি বিনষ্ট হইলাম। আমা হইতে রামের অনিষ্ট ঘটিবে আপনি এরূপ ভয় করিবেন না এবং আমায় এমন কঠিন কথা আর বলিবেন না। মাতা আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। আমি রামের চরণ বন্দনা ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে

াইতে আসিয়াছি। আপনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া আমার প্রতি সন্দেহ করিবেন না, এখন মহারাজ রাম কোথায় আছেন, আমাকে তাহা বলিয়া দিন।"

ভরদ্বাজ কহিলেন, "রাজকুমার, তুমি রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং গুরুসেবা, লোভ সংবরণ ও সৎপথে প্রবৃত্তি তোমার উচিতই হইয়াছে। আমি রামকে জানি, তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত ঐ চিত্রকূটে আছেন। অদ্য তুমি সসৈন্যে এই আশ্রমে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, কল্য মন্ত্রিগণের সহিত তথায় যাইও।" ভরত ভরদ্বাজের বাক্যে সম্মত হইয়া সমগ্র সেনা ও অনুচরবর্গের সহিত সে রাত্রি তথায় রহিলেন। ভরদ্বাজ তপোবনে বিপুল আয়োজন করিয়া সেই মহতী সেনাকে সাদর আতিথ্যে তৃপ্ত করিলেন।

পর দিন প্রভাতে ভরত তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্, আমি সবলবাহনে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। আমরা আপনার প্রসাদে উৎকৃষ্ট গৃহ ও প্রচুর অন্নপান প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমি রামের অন্বেষণে যাইব। তাঁহার আশ্রম কত দূর এবং উহা কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে, আপনি তাহা বলিয়া দিন।" ভরদ্বাজ কহিলেন, "বৎস, তুমি যমুনার

দক্ষিণ তীর দিয়া কিছু দূর যাও, পরে ঐ পথের বাম দিকে দক্ষিণ মুখে যে পথ গিয়াছে, তাহা দিয়া গেলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।"

ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সময় কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ যান হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষির চারিদিকে বেষ্টন করিলেন ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভরদ্বাজ ভরতকে কহিলেন, "বৎস, আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি।" ভরত কহিলেন, "ভগবন্, যাঁহাকে শোক ও উপবাসে ক্ষীণ দেখিতেছেন, ইনি পিতার প্রধানা মহিষী, ইঁহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইঁহার বাম পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারই পুত্র। আর যাঁহার জন্য রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুর ন্যায় বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যারূপিনী অনার্য্যা কৈকেয়ী; ইনি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, কোপনস্বভাব, সৌভাগ্যগর্ব্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইঁহা হইতেই

আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া ভরত বাষ্পগদ্‌গদ্‌বচনে রক্তলোচনে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ভরত চিত্রকূটে গিয়া রামের তপস্বীবেশ দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন, কহিলেন, "আমার অগ্রজের এ বেশ কেন? প্রজারা রাজসভায় যাঁহাকে আরাধনা করিবে, বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র যিনি পরিধান করিতেন, তিনি মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন। যে শরীর বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, তাহা মলিন। আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমার এই ঘৃণিত জীবনে ধিক্।"

ভরত রামের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "আর্য্য, আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্রাশয়া মাতা আমার জন্য যে অকার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে, এখন প্রসন্ন হউন, আমার জননীর কলঙ্ক দূর করুন ও আমাদের পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাতক হইতে রক্ষা করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করেন, আমিও আপনার সহিত বনবাসী হইব।" অনেক তর্ক, অনেক বিতণ্ডা চলিল, কোন মতে রামকে বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ভরত অনশন ব্রত

ধরিয়া রামের কুটীর দ্বারে ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। রাম তখন তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া আপন পাদুকা প্রদান করিলেন। বিদায় লইবার সময় ভরত কহিলেন, "আর্য্য, আমি সমুদয় রাজ্যব্যাপার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অযোধ্যার বাহিরে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিনে যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি ও জানকী তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি আমার জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কখনও রুষ্ট হইও না।" এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত সেই পাদুকা হস্তীর উপর স্থাপন করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। যাইবার সময় পথে ভরত আবার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, এখন বুঝিতেছি, তোমার মত ধর্ম্মশীল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে একেবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই।"

ভরত আর অযোধ্যায় ফিরিলেন না। নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপিত হইল। বনবাসী রামের মত তপস্বী ব্রত ধরিয়া জটাবল্কলধারী ভরত রামের পাদুকাকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া চৌদ্দ বৎসর অযোধ্যার রাজ্য পালন করিলেন।

লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় যাইবার সময় পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে একদিন থাকিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ দিয়া রাম হনূমানকে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। হনূমান অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে এক আশ্রমে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে শীর্ণকায়, তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধানে চীর ও কৃষ্ণাজিন। তিনি ফলমূলাহারী হইয়া সংযত দেহমনে রামের পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার রাজ্য পালন করিতেছেন। ভরত একাগ্র চিত্তে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। মন্ত্রিগণ, পুরোহিত, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট; ঐ ধর্ম্মশীল তপস্বী রাজকুমারকে ত্যাগ করিয়া পুরবাসিগণের পার্থিব সুখে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। হনূমান ভরতের সম্মুখে গিয়া করযোড়ে কহিলেন, "রাজন্, তুমি

যাঁহার জন্য এত শোক করিতেছ, তিনি রাবণবধ ও জানকীর উদ্ধার করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও মিত্রগণের সহিত অযোধ্যায় আগমন করিতেছেন। তিনি তোমার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।” ভরত এই কথা শুনিয়া প্রিয়বাদী হনুমানকে হর্ষে ও গৌরবে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “তুমি দেবতা বা মনুষ্য যে হও, কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ ; তুমি আমার যে সুসংবাদ দিলে তাহার উপযুক্ত আমি তোমাকে কি দিব ? তুমি লক্ষ গো, শত গ্রাম ও ষোড়শ কন্যা গ্রহণ কর।” পরদিন ভরত রামের পাদুকা লইয়া শ্বেতমাল্যশোভিত শুক্ল ছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণখচিত শ্বেত চামর লইয়া রামকে প্রত্যুদগমন করিয়া লইতে নির্গত হইলেন। অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর নাদ, রথের ঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খদুন্দুভি রবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। সমগ্র নন্দীগ্রাম যেন রামকে আনিতে বাহির হইল।

তাহার পর রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে সেই পাদুকা রামের পদে পরাইয়া দিয়া ভরত কহিলেন, “তোমার রাজ্য আমি এতদিন অনেক যত্নে রক্ষা করিয়াছি, ভাণ্ডারে যে অর্থ ছিল, এই চৌদ্দ বৎসরে তাহা দশগুণ

অধিক হইয়াছে। তুমি যে রাজ্যভার আমায় দিয়াছিলে, তাহা আবার লও।"

ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, এমন সুপুত্রের মাতা হইবার পুণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝি বিধাতার নিকটে কৈকেয়ীর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ।

যাঁহাদের উচ্চ চরিত্রে রামায়ণ এমন মনোহর হইয়াছে, লক্ষ্মণ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বাল্মীকি তাঁহাকে রামের অপর প্রাণের মত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, লক্ষ্মণের চরিত্র আলোচনা করিলে এই উপমা অতি সত্য বলিয়া বোধ হয়। তিনি রামকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন আত্মহারা গভীর ভালবাসা পুরুষে কখনও দেখা যায় না। তিনি রামের প্রতি তাঁহার সেই ঐকান্তিক অনুরাগ কোন দিন কথায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই, বাল্যাবধি ছায়ার মত রামের অনুগামী হইয়া তাঁহার জীবনের সকল কষ্ট ও তাঁহার ত্যাগের সকল কঠোরতা তিনি সমুদয় হৃদয় মন দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে দিন বিশ্বামিত্র তাড়কা বধের জন্য রামকে লইয়া যান, সে

দিন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে চির দিন তিনি রামের সহচর, তাঁহার সকল কঠিন ব্রত পালনে সহায়। কর্ণ যে স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে সকল যুদ্ধে অজেয় করিয়াছিল, বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণের চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, যে তিনি যেন রামের পক্ষে কর্ণের সেই সহজ কবচ ও কুণ্ডলের মত, শৈশব হইতে অনুপম ভ্রাতৃস্নেহের এই সুকোমল অথচ দুর্ভেদ্য রক্ষাকবচে আবৃত ছিলেন বলিয়া রামের পক্ষে জীবনের কঠিন ব্রত পালন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় মহিমায় সমুজ্জ্বল, রণে অজেয়, বিপদে অকুণ্ঠিত, সতত নির্ভীক ও প্রখর ন্যায়ানুরাগী এই ভ্রাতা সতত পার্শ্বে থাকিয়া চিরজীবন রামকে অনেক বিপদ ও পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! তিনি একাধারে রামের ভ্রাতা, মন্ত্রী, সহায় ও ভৃত্য সকলই ছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এমন গাঢ় ছিল, যে কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।" যে দিন নৃশংসা কৈকেয়ীর রাজ্যলোভে রামকে নিরাপরাধে বনে নির্ব্বাসিত হইতে হইল, সে দিন লক্ষ্মণ পিতার এই অন্যায় আদেশ সহ্য

করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি দেবী কৌশল্যার সম্মুখে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেবি. আমি হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। আমি সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম অগ্নি বা বনে প্রবেশ করেন, তবে নিশ্চয় ইঁহার অগ্রেই আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে, নতুবা ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কোন্ ব্যক্তি বিনা দোষে এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? গুরু যদি সৎ ও অসৎ জ্ঞান বর্জ্জিত হন, তবে তাঁহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত। জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজ্য রামেরই প্রাপ্য, মহারাজ কোন্ যুক্তিতে তাহা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে দিবেন? যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাঁহার হিতাভিলাষ করে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আমি আমার বীরত্বে আপনার দুঃখ দূর করিব।" পিতার প্রতি ভক্তি ছিল না বলিয়া বা অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া লক্ষ্মণ যে পিতাকে এই সকল কটূক্তি করিয়াছিলেন; এমন নহে, স্বার্থপর বিমাতার বিদ্বেষে ও তাঁহার ষড়যন্ত্রে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সকল গুণে গুণবান

সর্ব্বজনপ্রিয় কুমার রাজ্যহারা হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিবেন, ইহা তাঁহার ন্যায়পর ও তেজস্বী হৃদয় সহ্য করিতে পারে নাই, তাই তিনি পিতাকে সকল অনিষ্টের মূল জানিয়া তাঁহার উপর এমন বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাবের আবেগে তিনি মহারাজ দশরথের সহিত তাঁহার পিতা ও পুত্র এবং রাজা ও প্রজা সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার প্রতি এমন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, পিতৃভক্তির অভাব বলিয়া নহে। অকারণ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি প্রাণের এই জীবন্ত সহানুভূতি ও প্রখর ন্যায়বোধ হইতেই তাঁহার মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা সকল বাহির হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে অনেক সময় রুক্ষপ্রকৃতি ও দুর্বিনীত বলিয়া বোধ হইয়াছে। রাম বিচার না করিয়া পিতৃআদেশ পালন করাই পুত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি রামকে কহিয়াছিলেন, "আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম ও সত্যের ছল ধরিয়া পিতা যে ঘোর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, সরলচিত্ত ও

কোমল প্রকৃতি, শত্রুরাও আপনার প্রশংসা করে, এমন পুত্রকে পিতা কি দোষে বনে পাঠাইতেছেন? স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম?" বনবাসে দিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার সময় সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কুমার, মহারাজের নিকট আপনার কিছু বলিবার আছে?" তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, "সারথি, মহারাজ এই রাজপুত্রকে কোন্ অপরাধে বনে পাঠাইলেন? কৈকেয়ীর চিন্তাবিহীন আদেশে এই কার্য্য তাঁহার যোগ্য হউক বা অযোগ্য হউক, ইহাতে আমরা অতিশয় ব্যথা পাইয়াছি। কৈকেয়ীর রাজ্য লাভ বা সত্য সত্য বরদানের জন্য যে কারণেই হউক, রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া মহারাজ যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ কেবল বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না ভাবিয়াই এই কর্ম্ম করিয়াছেন; ইহ পরকালে ইহার জন্য তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না। রামই আমার ভ্রাতা, বন্ধু, প্রভু ও পিতা। যিনি সকলের হিতকারী এবং সকলের প্রিয়, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত

রাখিবেন ? যিনি প্রজাগণের প্রিয়, সেই ধার্ম্মিককে বনে পাঠাইয়া সকলের সঙ্গে বিরোধ করিয়া তিনি কিরূপে রাজ্য করিবেন ?" এই প্রকার সুস্পষ্ট ও তেজঃপূর্ণ বাক্যে পিতৃকৃত এই বিষম অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লক্ষ্মণ কোন দিনই নিরস্ত হন নাই। অধর্ম্মের পরিণাম যে অতি ভয়ঙ্কর, তাহা যে অধর্ম্মকারীকে সমূলে বিনাশ করে, তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন ; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নষ্ট করিবেনা, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।" "যে অধর্ম্ম আচরণ করে, সে সমূলে বিনষ্ট হয়।" এই প্রখর ন্যায়বোধ, অন্যায় প্রতীকারের জন্য এই তীব্র প্রতিবাদ, বলশালী তেজস্বী পুরুষের ইহাই লক্ষণ। লক্ষ্মণে এই লক্ষণ সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

রামের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া ক্রোধের বশে লক্ষ্মণ পিতাকে যাহাই বলুন, লক্ষ্মণের যে রাজা দশরথের

প্রতি অনুরাগ ছিল না এমন নহে। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসের প্রথম রাত্রি শৃঙ্গবের পুরে এক ইঙ্গুদী তরুমূলে যাপন করেন। উহা নিষাদপতি গুহের রাজ্য। রাম সীতা পথশ্রমে ভূমিশয্যায় তরুমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের রক্ষার্থ ধনুর্ব্বাণ হস্তে অদূরে তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা দেখিয়া নিষাদপতি গুহ সন্তপ্ত মনে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার, তোমার জন্য এই সুখ শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি তাহা পারিবে না। রাম অপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কেহ নাই, আমি অনায়াসে রাত্রি জাগিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিব। আমি নিত্য এই বনে বিচরণ করি, যদি অন্য কেহ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।" লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, "নিষাদপতি, তুমি যখন রক্ষা ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন কোন বিষয়ে আমাদের ভয় নাই ; কিন্তু এই রঘুকুলতিলক রাম সীতার সহিত যখন ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তখন আমার আর আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি ? যুদ্ধক্ষেত্রে সুরাসুর যাঁহার

বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, তিনি পত্নীর সহিত প'
শয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা মন্ত্র, তপস্যা ও অনেক দৈ'
ক্রিয়া দ্বারা ইঁহাকে পাইয়াছেন। ইনিই আমাদের মধে
শ্রেষ্ঠ; ইহাঁকে বনে দিয়া পিতা আর অধিক দিন বাঁচিবে'
না। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভং
মনে প্রাণত্যাগ করিবেন; তাহার পর দেবী কৌশল্যা ও
তৎপরে আমার জননী বিধবা হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন
জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে আমার পিতা কি আর জীবিত
থাকিবেন? ফিরিয়া গিয়া আমরা কি আর তাঁহাকে
দেখিব? সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত পুনরায় কি
অযোধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারিব?" লক্ষ্মণ এইরূপ
পরিতাপ করিতে করিতে সেই রজনী যাপন করিলেন।

রাজা ধর্ম্মের অলঙ্ঘ্য নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজ্যে যে
বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়, লক্ষ্মণের সে বিষয়ে সুদৃঢ় ধারণা
ছিল, সে কথা তিনি নানা অবস্থায় রামকে বুঝাইতে
চাহিয়াছিলেন। মায়া সীতার মস্তক দেখিয়া রাম লঙ্কায়
অধীর হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "কাম
দর্প, শক্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই সমুদয়ই অর্থের আয়ত্ত।
আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম, আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম
পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি

পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।” ভরত হইতে রামের নির্ব্বাসন হইল বলিয়া লক্ষ্মণ চিরদিন তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, যে ভরতের উত্তেজনায় কৈকেয়ী এমন অন্যায় করিয়াছেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে দূর হইতে ভরতের সৈন্য কোলাহল শুনিয়া লক্ষ্মণ পুষ্পপরিপূর্ণ এক দীর্ঘ শাল বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে অনেক সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া রামকে বলিলেন, “অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহায় লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হউন। অদূরে ঐ বৃহৎ বনস্পতির পত্রের অন্তরালে ভরতের কোবিদার চিহ্নিত উচ্চ রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে বলিয়া ভরত আমাদের বধ করিতে আসিতেছে, আজ সকল অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব। অদ্য কৈকেয়ী হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের মত ভরতকে আমার হস্তে হত দেখিয়া দুঃখিত হইবে।” এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভরত যখন

জটাবদ্ধ মস্তক রামের চরণে লুটাইয়া কহিলেন, "আমার মাতা ঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" তখন লক্ষ্মণ ভরতের প্রতি আপনার নিষ্ঠুর মনের ভাব বুঝিয়া বড় লজ্জিত হইলেন। ভরতের নির্দ্দোষিতায় প্রত্যয় জন্মিবার পর হইতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। একবার বনে দুরন্ত শীত উপস্থিত হইয়াছিল; রাত্রিতে ভরতের কথা স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন, "এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধার্ম্মিক ভরত আপনার প্রতি ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, সুখ, ভোগ, বিলাস সমুদয় ত্যাগ করিয়া অনাহারে ভরত এই দুরন্ত শীতে রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া এই তীব্র শীতে তিনি শেষ রাত্রিতে সরযুতে স্নান করেন।" পূর্ব্বে লক্ষ্মণ ভরতের বধে আমি কোন দোষ দেখিনা বলিয়া তাঁহার প্রতি কত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে অযোধ্যার ধনরাশির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামের জন্য তাঁহারই মত কঠিন ব্রত আচরণ করিতেছেন, তখন ভরতের প্রতি তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল।

বনে আসিবার সময় লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন, "দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত কি নিদ্রিত থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমি করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক ও ধনুহস্তে আমি আপনার সঙ্গে ফিরিব।" হৃদয়ের সদাশয়তা দেখাইবার জন্য বা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে লক্ষ্মণ যে এমন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি মহারাজ দশরথের বৃদ্ধ বয়সে লব্ধ পুত্র, শৈশবাবধি রাজভবনের ভোগসুখ ও আদরে বর্দ্ধিত, কিন্তু সেই ভয়ানক দিনে কৈকেয়ীর মুখে রামের ভয়ঙ্কর নির্ব্বাসন দণ্ড শুনিয়া তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজকুমারের পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন, তাহাতে সহোদর, সুহৃৎ, মন্ত্রী ও আজ্ঞাবহ দাস এই সকল সম্বন্ধই অতি অপূর্ব্বরূপে মিলিত হইয়াছিল। আমাদের ইহা চিন্তা করিতে বিস্ময় জন্মে, যে রাজপুত্র হইয়া তিনি অনভ্যস্ত কঠোর শারীরিক শ্রমে মুহূর্ত্তের মধ্যে কিরূপে আপনাকে এমন করিয়া নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন।

বনবাস সময়ে আরণ্য জীবনের কঠোরতার অধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপরেই পতিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্তিকা খনন ও শাখা পল্লব সংগ্রহ করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিতেন,

ফল মূল ও জল আহরণ করিতেন, নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় ভেলা প্রস্তুত করিতেন, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিবার সময় সীতার বস্ত্র অলঙ্কার পূর্ণ পেটিকা ও অস্ত্র শস্ত্র বহন করিতেন, এবং সীতা ও রাম নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ধনুর্ব্বাণ হস্তে জাগিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার স্কন্ধে কর্ত্তব্যের সকল কঠোরতা ন্যস্ত করিয়া রাম সীতা তাঁহাদের কবিত্বময় আরণ্য জীবনের প্রগাঢ় সুখ নিঃশঙ্ক অসঙ্কোচে উপভোগ করিতেন।

এমন সর্ব্বগুণে গুণবান ভ্রাতা তাঁহার অপহৃতা পত্নী উদ্ধারের জন্য রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে মুমূর্ষু হইয়া যখন যাতনায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন রামের হৃদয় মথিত করিয়া যে হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ উত্থিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। তিনি সেই যুদ্ধভূমিতে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিয়া কহিয়াছিলেন, "যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন, তবে আমার জীবন ও সুখে আর প্রয়োজন কি? আমার বলবীর্য্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনুক খসিয়া পড়িতেছে, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, সর্ব্বাঙ্গ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় শিথিল এবং চিন্তা অতিশয় তীব্র হইয়াছে। প্রাণত্যাগে আমার বার বার ইচ্ছা হইতেছে। দেশে দেশে স্ত্রী, ও দেশে দেশে বন্ধু

পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাইতে পারে। হা ভ্রাতঃ, হা মহাবীর, তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও ? উঠ, চক্ষু খুলিয়া আমায় একবার দেখ। আমি বন ও পর্ব্বত মধ্যে শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ বা প্রমত্ত হইয়া পড়িলে তুমিই সান্ত্বনা বাক্যে আমায় প্রবোধ দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরবে রহিলে ?”

কিন্তু এমন অনুরাগী ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা হইলেও লক্ষ্মণ রামের অন্যায় কার্য্য সকল কখনও অনুমোদন করেন নাই, অকুণ্ঠিত ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সীতার চরিত্রে রাম সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি যখন ভগ্ন হৃদয়ে লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, তখন লক্ষ্মণ রামের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সীতার সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। রাম অলীক লোকাপবাদে ভগ্ন হৃদয় হইয়া যখন লক্ষ্মণকে সীতা পরিত্যাগে নিয়োজিত করেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠের কার্য্যে অনুমোদন করেন নাই। তপোবনে যাত্রাকালে সীতা পথিমধ্যে নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া যখন দেবতার উদ্দেশে সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন ও লক্ষ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন লক্ষ্মণ

সীতার মনের উদ্বেগ শান্ত করিবার জন্য অধিক কথা বলিলেন না, কেবল কহিলেন, "দেবী, সমুদয়ই মঙ্গল।" তাহার পর নির্ব্বাসনে দিয়া যখন দূর হইতে সীতাকে ঋষি বাল্মীকির পশ্চাতে তাঁহার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন, তখন লক্ষ্মণ অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে সারথি সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, "সারথি, আর্য্য রাম যে সৎচরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি আছে? পূর্ব্বে তিনি দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর ও অন্যান্য মহাবনে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়াছিলেন পিতার আদেশে তাহা তাঁহার উচিতই হইয়াছিল; কিন্তু এখন পৌরগণের কথা শুনিয়া তিনি যে জানকীকে নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহা আমার অতিশয় কঠোর বোধ হইতেছে। অন্যায়বাদী পৌরজনের কথায় এই গর্হিত কার্য্য করিয়া জানিনা, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম সাধিত হইবে।"

লক্ষ্মণের এই স্বতন্ত্র নির্ভীক ভাব আমাদের মন মুগ্ধ করে। একদিকে ক্ষত্রিয়োচিত দৃপ্ত পৌরুষ, অপর দিকে অপরিমিত স্নেহশালিনী বশবর্ত্তিনী দাসীর ন্যায় অসঙ্কোচ সেবাপরায়ণতা তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রে মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার জননী উচ্চহৃদয়া দেবী সুমিত্রা যেমন দীনতা, অপরিসীম ধৈর্য্য ও ত্যাগশীলতা সহকারে সপত্নী ও

সপত্নী পুত্রদের জন্য আপনার সকলই দিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ সেইরূপ রামের জন্য অক্ষুব্ধচিত্তে আপনার সকল শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সবল বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় বাহু সপ্তদ্বীপ জয় করিয়া তাহার ধনরাশি অধিকার ও তাহা প্রার্থীদিগকে বিতরণ করিবার শক্তি ধারণ করিত, তিনি তাহা বনবাসী ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সেবাব্রতে দীর্ঘকাল নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। নিরপরাধ রামের প্রতি তাঁহার মাতা যে নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষালন করিবার জন্য ভরত উগ্রতম প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আর লক্ষ্মণ সূর্য্যের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় চিরজীবন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। এমন স্বাধীন স্বতন্ত্র নির্ভীক বীর এমন স্নেহপরায়ণ সেবাব্রত ত্যাগী পুরুষ চরিত্র রামায়ণে আর নাই।

সীতা।

সীতাচরিত্র জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। মহর্ষি বাল্মীকি কেবল এই অপূর্ব্ব নারীচরিত অঙ্কন করিয়াই অমর হইতে পারিতেন। ভারত রত্নখনি বলিয়া জগতে বিখ্যাত; সীতা চরিত ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব নারী চরিত আছে বলিয়াই আমরা প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইয়াছি। যুগে যুগে ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে ভারতনারী এই পুণ্যময়ী সাধ্বীর চরিতগাথা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া উন্নত হইতেছেন। সীতার চরিত পড়িয়া সম্ভ্রম ও ভক্তিভরে চিত্ত অবনত হয় নাই বা বিমুগ্ধ চিত্তে অশ্রুবর্ষণ করেন নাই, এমন কেহ নাই। কোন দেশে কোন ভাষায় এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নারী চরিত আছে বলিয়া আমরা জানি না।

জনক মিথিলার রাজা ছিলেন, কিন্তু রাজঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বে তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইত না, পবিত্র জীবন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহার অন্তর নিরন্তর ব্যাকুল ছিল; রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ব্রহ্ম সাধকগণের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া তিনি সকলের নিকট রাজর্ষি এই গৌরবজনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন এবং এই সভাতেই সমাগত ঋষিগণের সমক্ষে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সুবিখ্যাত কথোপকথন হইয়াছিল।

রামায়ণে উক্ত আছে, এক দিন রাজর্ষি জনক হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে লাঙ্গলের রেখা হইতে এক অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যা উত্থিত হইল। হল দ্বারা কর্ষণ করিলে ভূমির উপরে যে রেখা পড়ে, তাহাকে সীতা বলে। হলমুখ হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনকরাজা কন্যার নাম সীতা রাখিয়া তাহাকে আপন দুহিতার ন্যায় সযত্নে পালন করিতে লাগিলেন।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময় শিব যে ধনুক গ্রহণ করিয়া দেবতাদের বিনাশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, দেবতাদের স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকেই তাহা পুনরায় দিয়াছিলেন। মহাদেবের নিকট ধনু পাইয়া দেবতারা জনকের পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট উহা রাখিয়া দেন। এইরূপে শিবধনু মহারাজ জনকের হস্তগত হয়। সীতা বিবাহযোগ্যা হইলে মহারাজ জনক ঘোষণা করিয়া দেন, যে ব্যক্তি এই হরধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, জানকী

তাঁহারই হইবেন। এই ঘোষণা পাইয়া হরধনুতে জ্যা যোজনা করিতে নানাস্থান হইতে নৃপতিরা মিথিলায় আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই উহা উত্তোলনও করিতে পারিলেন না। তাড়কা বধের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যান, তখন তাঁহারা হরধনুতে জ্যা যোজনা করিতে পারিলে জানকী লাভ করিতে পারিবেন, এই ঘোষণা শুনিয়া তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং অবশেষে হরধনু ভাঙ্গিয়া রাম সীতাকে লাভ করেন।

মহারাজ জনক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। এই উন্নতমনা, তত্ত্বজ্ঞ পিতার গৃহে বর্দ্ধিতা হইয়া সীতার হৃদয়ের উন্নত ও কমনীয় বৃত্তিগুলি অতি অল্প বয়সেই বিকশিত হইয়াছিল, তাঁহার পিতা ব্রাহ্ম বিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণরাশি পিতৃ ও শ্বশুর গৃহে সমুদয় ঐহিক সুখে পরিবৃত থাকিয়া ভাল করিয়া বিকশিত হয় নাই। পৃথিবীতে যাহা যাহা লইয়া নারীর জীবনে সুখ ও সৌভাগ্য, সীতার ভাগ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও তাঁহার জীবনের অধিক দিন দুঃসহ দুঃখে কাটিয়াছে এবং সুগন্ধি ধূপ যেমন পুড়িতে পুড়িতে

চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে, সেইরূপ দুঃখের অগ্নিতে অনবরত দগ্ধ হইয়াই তাঁহার সারবান চরিত্র দিক দিগন্তে সুগন্ধ ব্যাপ্ত করিয়াছে।

বনবাস দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া রাম যখন সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন তিনি রামের সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া রাজধর্ম্মের অনুরূপ সকল অনুষ্ঠান ও কৃতজ্ঞ মনে দেবপূজা শেষ করিয়া রামের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৈকেয়ী, পিতা দশরথ ও জননী কৌশল্যার নিকটে বনবাসের দণ্ডাজ্ঞা রাম যে দৃঢ়তা ও সংযম সহকারে বহন করিতেছিলেন, অভিষেক সংকল্পে অবস্থিতা সীতাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সে ভাব তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহার মনের গাঢ় বিষাদ ও ভগ্ন আশা তাঁহার মলিন মুখে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল।

রামের বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া সীতা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার মুখ মলিন কেন? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছেন, অদ্যই তোমার রাজ্যাভিষেকের উত্তম সময়। যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখ কেন মলিন হইল? তোমার মধুর হাস্য আর দেখিতে পাইনা কেন?"

রাম উত্তর করিলেন, "জানকি, পূজ্যপাদ পিতা আমায় অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আমি অদ্যই বনে যাইব, তুমি গৃহে থাকিয়া আমার মাতার সেবা করিও।" তাহার পর সীতা যখন রামের মুখে তাহার বনবাস দণ্ডাজ্ঞা কেন হইল তাহার সমুদয় কাহিনী শুনিলেন, তখন তিনি কোন মতেই রামকে ছাড়িয়া রাজভবনে সুখে থাকিতে সম্মত হইলেননা, কহিলেন, "আমি ত্রিভুবনের ধন চাহি না, তোমার সঙ্গই আমি ইচ্ছা করি. তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখেও আমার স্পৃহা নাই। যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রগণ বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধে যে স্থান আমোদিত, সেই নির্জ্জন বনে আমি তাপসীর মত তোমার সঙ্গে বাস করিব। যে জলাশয়ে পদ্ম সকল ফুটিয়া আছে, যেখানে হংস কারণ্ডব সকল কলরব করিতেছে, আমি প্রতিদিন তথায় সুখে অবগাহন করিব।"

সীতার বাল্যকাল স্নেহময় পিতার আলয়ে ও তাঁহার বধূজীবন কোশলাধিপতির অট্টালিকায় অতুল বিভব ও সুখরাশির মধ্যে এত দিন সযত্নে বর্দ্ধিত হইতেছিল, এইরূপ সম্পদসুখময় রাজবধূর জীবন হইতে সহসা চীরধারিণী বনবাসিনীর জীবনাধারণ করা যে কি ক্লেশকর, তাঁহার

বনগমন সংকল্পের কথা শুনিয়া পৌরজন, মন্ত্রিগণ ও কুলগুরু বশিষ্ঠ সকলেই তাঁহাকে তাহা বুঝাইলেন, কিন্তু সীতা সে প্রবোধ মানিলেন না ; তিনি কেবল কহিলেন "স্ত্রীলোক স্বামী ভিন্ন কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না। সূর্য্যানুসারিনী সুবর্চ্চলার ন্যায় আমি পতির অনুগামিনী হইব।" যে বনবাসের ক্লেশের কথা স্মরণ করিতে বীরের হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে, স্বামীর সঙ্গে থাকিবেন বলিয়া রাজকন্যা রাজবধূ তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অবিলম্বে বনগমনের আয়োজন হইতে লাগিল। রাম ও সীতা তাঁহাদের ধনরত্ন, অলঙ্কার ও গৃহসজ্জা সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ভিখারী সাজিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ রাজকুমারের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাপস বেশ ধারণ করিলেন। কৌশেয়বসনা সীতা একখানি চীর লইয়া সজল নয়নে রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীরবন্ধন করিয়া থাকেন?" রাম তখন শীঘ্র সীতার নিকট গিয়া তাঁহার পট্টবস্ত্রের উপর চীর বন্ধন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া পুরনারীগণ সকলে অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠ অশ্রুপূর্ণ নয়নে জানকীকে চীরধারণ

করিতে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, "দুষ্টে, তুমি মহারাজকে প্রতারণা করিয়াছ; তুমি একমাত্র রামের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি নিত্য বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বামীর সহিত কালযাপন করিবেন, ইহাতে তোমার কি ক্ষতি? অতএব, তুমি শীঘ্র বধূ জানকীর মুনিবেশ দূর করিয়া ইঁহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার দাও।" তখন রাজা দশরথ ধনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "তুমি বৎসর সংখ্যা গণনা করিয়া জানকীর নিমিত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আন।" ধনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কোষগৃহে গমন করিয়া বসনভূষণ আনিয়া সীতাকে প্রদান করিল। যাত্রাকালে দেবী কৌশল্যা সীতাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদর ভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় বিমুখ হয়, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বভাব এই, যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত, এমন কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে। আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি

ইঁহাকে অনাদর করিও না।" জানকী দেবী কৌশল্যার এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিলেন, "আর্য্যে, আপনি আমায় যে আদেশ করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না যেমন বিচ্ছিন্ন নহে, আমিও সেইরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। আমি কি কারণে স্বামীর অপমান করিব।"

বনবাস যাত্রাকালে রাম গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট চিত্রকূটের পথ অবগত হইয়া তাহার দিকে চলিলেন। পথে যমুনা পার হইতে হয়। লক্ষ্মণ বৃক্ষশাখা দ্বারা ভেলা প্রস্তুত করিলেন। সেই ভেলায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা সাবধানে নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া সীতা যমুনাকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে কহিলেন, "দেবী, আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে তাঁহার ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় পুনরায় আগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে শত কলস সুরা ও সহস্র গো দিয়া তোমার পূজা করিব।" সীতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তরঙ্গময়ী যমুনার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে তাঁহারা তিন জনে সেই ভেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা তটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যামবটের নিকটবর্ত্তী হইলেন। জানকী বটতরুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় কহিলেন, "তরুরাজ, আমার পতি ব্রতকাল পূর্ণ করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও আর্য্যা সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার।" এই বলিয়া তিনি বটবৃক্ষকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রসর হও, আমি সশস্ত্রে তোমাদের পশ্চাতে যাইতেছি, পথে ইনি যে ফুল, ফল বা অন্য কোন বস্তুতে স্পৃহা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তুমি তাহা আনিয়া দিও।"

সীতা যাইতে যাইতে পথে যাহা কিছু সুন্দর দেখেন, রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তিনি তখন হংস সারসনাদিনী নির্ম্মলসলিলা যমুনা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ইহার পর ভরত আসিয়া চিত্রকূটে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রামের আর সেখানে বাস করিবার ইচ্ছা রহিলনা। তিনি ভাবিলেন, ভরত হয়ত পুনরায়

আসিয়া আমাদের বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারেন; এই চিন্তা করিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অত্রি মুনি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী পরম ধার্ম্মিকা অনসূয়ার সহিত তাঁহাদের পরিচিত করিয়া দিয়া কহিলেন, "বৎস, তপ ও ব্রতে ইঁহার অতিশয় নিষ্ঠা। ইনি বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছেন এবং ইঁহার কঠিন ব্রতে তপস্বীদের তপস্যার বিঘ্ন দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার দশ বৎসর অনাবৃষ্টিতে যখন দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই অনসূয়া ফল মূল সৃষ্টি ও আশ্রমের মধ্য দিয়া গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীয়া ও বৃদ্ধা; তোমরা ইঁহাকে মাতার ন্যায় দেখিও। সীতা ইঁহার নিকটে গমন করুন।" মহর্ষি অত্রির কথা শুনিয়া রাম সীতাকে কহিলেন, "রাজপুত্রি, তুমিত মহর্ষির কথা শুনিলে? যিনি আপনার কার্য্যগুণে অনসূয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তুমি আপনার কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকটে যাও।"

তখন সীতা অনসূয়ার নিকট বিনীত ভাবে উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী অতিশয় বৃদ্ধা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বার্দ্ধক্য রেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল সকল শিথিল ও কেশ শুভ্রবর্ণ।

বায়ুভরে কদলী তরুর ন্যায় তিনি অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বীয় নাম উচ্চারণ করিয়া সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন এবং সবিনয়ে তাঁহার সমুদয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে কহিলেন, "জানকি, তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান ত্যাগ করিয়া ভাগ্যক্রমে বনচারী স্বামীর অনুসরণ করিয়াছ। আমি স্বামীকে সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় স্পৃহনীয় জ্ঞান করি। স্বামী হইতে স্ত্রীলোকের প্রিয়তর বন্ধু আর কেহ নাই। যাহারা কেবল ঐহিক সুখ পাইবার আশায় স্বামীকে ইচ্ছা করে, তাহারা অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার মত যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সকল গুণবতী, পুণ্যশীলার মত স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব, তুমি এখন সকল বিষয়েই পতির অনুব্রতা হইয়া থাক।" অনসূয়ার এই কথা শুনিয়া জানকী মৃদুস্বরে কহিলেন, "আর্য্যে, আপনি আমায় যে শিক্ষা দিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। আমি যখন এই ভীষণ বনে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমার তাহা স্মরণ আছে এবং বিবাহের সময়ে মাতা অগ্নিসমক্ষে আমায় যে আদেশ

করেন, তাহাও আমি ভুলি নাই। পতিসেবাই যে স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন সকলেই আমায় একথা দৃঢ়রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী ইহারই বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন, আপনিও উঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন। এইরূপে বহুসংখ্যক পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।”

অনসূয়া সীতার এই কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, “বৎসে, আমি নিয়ম ও সংযমের অধীন হইয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, আমার বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় বর দান করি। তোমার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এখন তোমার বাসনা কি, আমায় তাহা বল।” তখন সীতা সহাস্য মুখে কহিলেন, “দেবি, আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।” অনসূয়া সীতার কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, “বৎসে, আমি আজ তোমায় দিব্য বিভব দিয়া আপনাকে তৃপ্ত করিব। এক্ষণে তোমাকে এই সুন্দর মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ দিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব্ব শ্রী হইবে। এ সকল তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদয় মলিন বা ম্লান

হইবেনা। সর্ব্বাঙ্গে এই অঙ্গরাগ লেপন করিয়া দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে শোভিত করেন, তুমিও সেইরূপ রামকে অলঙ্কৃত করিবে।" সীতা দেবী অনসূয়ার প্রীতিদান সসম্ভ্রমে করপুটে গ্রহণ ও তাপসীর চরণ বন্দনা করিয়া রামের নিকট গমন করিলেন।

এইরূপে এই দুই পতিব্রতা তপস্বিনীর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া রাজবধূ স্বামীর ব্রত পালন করিতে তাঁহার পশ্চাতে গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। এই বনবাসকালে সীতা যেরূপ স্বাভাবিক সরল ভাবে বাস করিতেন এবং প্রকৃতির অনুপম শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া মনের গাঢ় আনন্দ অকপটভাবে ব্যক্ত করিতেন, তাহা অতি মনোহর। তাঁহার বনবাসের কাহিনী পড়িলে মনে হয়, যেন চিরদিন বনে পালিতা কোন তাপসকন্যার জীবনের কথা পড়িতেছি। মানব সমাজে নানা উত্তেজনার মধ্যে বাস করিয়া অনেক সময় সুন্দর রমণী প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যায়, কিন্তু সীতার চরিত্রের ইহাই প্রধান গৌরব, যে চিরদিন রাজকুলে অতুল বিভব ও ভোগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহার নিরহঙ্কার স্বচ্ছ প্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্য প্রাণ মুগ্ধ করে।

পঞ্চবটী বনভূমি স্বভাব সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার।

কোথাও নিবিড় অরণ্য, তথায় ঘনপত্র বৃক্ষ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, নবপত্র ও পুষ্পপূর্ণা লতা তাহাদের বেষ্টন করিয়া শোভা পাইত ; মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শয়ান মৃগ মৃগীর পার্শ্বে মৃগ শিশু খেলা করিত। অন্য দিকে সুনীল পর্ব্বত ধ্যানমগ্ন ঋষির মত অটল গাম্ভীর্য্যে দিক্‌পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিত ; পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নির্ঝর সকল ঝর ঝর শব্দে নিম্নে অবতরণ করিত ; বৃক্ষশাখায় পত্রের অন্তরালে অদৃশ্য সুকণ্ঠ পক্ষী মধুর সঙ্গীতে নিস্তব্ধ পর্ব্বত ভূমি প্লাবিত করিত, পঞ্চবটীর প্রান্ত দিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরী বহিয়া যাইত এবং ক্রীড়াশীল মরালকুল সতত তাহার সৈকতের শোভা বর্দ্ধন করিত।

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়া পবিত্রপ্রাণা সীতার হৃদয়ের গুণাবলী আশ্চর্য্য বিকাশ পাইয়াছিল। জড় প্রকৃতি ভাষাহীন বটে, কিন্তু মানব মনের উপর ইহার শক্তি অতি আশ্চর্য্য ; ইহার প্রভাবে কঠিন মানবহৃদয়েও অনেক সময়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নত ভাবের আবির্ভাব হয়। সীতা এই জনস্থানে মৃগশিশু ও করিশাবককে স্বহস্তে নব পল্লবাগ্র আহার করাইয়া অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেন এবং গোদাবরী সৈকতে মরালগণের সহিত ক্রীড়ায় মগ্ন

হইয়া আর সকলই ভুলিয়া যাইতেন। কথনও গোদাবরী তীরে বেতস বনের ছায়ায় রাম সীতা মধ্যাহ্ন সময়ে বিশ্রাম করিতেন, কথনও রাম তমালের সুগন্ধি নবপত্র দিয়া সীতার জন্য অলঙ্কার রচনা করিতেন। এইরূপ প্রগাঢ় সরল সুখে তাঁহাদের বনবাসের সুদীর্ঘ দিনগুলি প্রায় কাটিয়া গেল।

এক দিন লঙ্কার অধিপতি রাক্ষস রাবণের ভগিনী শূর্পনখা রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল; ইহাতে লক্ষ্মণ অতিশয় কুপিত হইয়া রামের আদেশে খড়্গ দ্বারা উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। শূর্পনখা তখন রাবণের নিকট গিয়া রামের অত্যাচার বর্ণন করিল। রাবণের আদেশে তাঁহার অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া রামের কুটীরের নিকট সীতাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিল। সীতা রত্ন মৃগ দেখিয়া রামকে কহিলেন "ঐ মৃগ ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা হইবে।" তখন রাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন এবং এক শরে উহাকে বধ করিলেন। মৃত্যুকালে মারীচ রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া "ভাই লক্ষ্মণ, আমি মরিলাম" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মারীচের

আর্ত্তনাদে সীতা অস্থির হইয়া লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে পাঠাইলেন। তাহার পর রাম সীতার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত আসিল। তাঁহাদের সুখের জীবন অন্ধকার করিয়া নিষ্ঠুর রাবণ যখন জনস্থানের এই জ্যোতিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন কেবল রামের হৃদয় যে অন্ধকার হইল এমন নহে, কিন্তু সমগ্র বনভূমির সহাস্য মুখশ্রীও যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। সীতার কাতর চীৎকারে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কেবল এক জন গদা হস্তে রাবণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মহারাজ দশরথের সখা পক্ষীন্দ্র জটায়ু। বহু বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া জরাভরে তিনি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ দশরথের পুত্রবধূকে হরণ করিয়া লইয়া যায় দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সীতার উদ্ধারের জন্য রাবণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন।

রাবণ সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গেল। এত দিনে সীতার প্রকৃত পরীক্ষা উপস্থিত হইল। মনের যে আশ্চর্য্য তেজস্বিতা ও চরিত্রের যে অদ্ভুত পবিত্রতাগুণে তিনি নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের সেই অনুপম শোভা এই রাক্ষসপুরেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত

হইল। প্রস্ফুটিত মল্লিকা যেমন তাহার মধুর সৌরভ চারিদিকে বিস্তার করে, সীতা এতদিন তাঁহার স্বভাবের সুগন্ধ সেইরূপ বিকীর্ণ করিতেছিলেন। সুনীল আকাশে আষাঢ়ের নিবিড় মেঘ যেমন জীব লোকের তৃপ্তিকর, জনস্থানে সীতা সর্ব্বজীবের সেইরূপ আনন্দদায়িনী ছিলেন, তখন কে জানিত, যে এই শীতল জলপূর্ণ মেঘের মধ্যে এমন প্রখর জ্যোতির্ম্ময় বজ্রাগ্নি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে? যাহার বাহুবলে দেবগণ কম্পিত, যাহার চরণে পৃথিবী লুণ্ঠিত, যাহার পাপভারে ধরা ভারাক্রান্ত, সেই মূর্ত্তিমান পাপের পুরীতে সীতা নীত হইয়াছেন। তাঁহার বাহিরের বল যাহা ছিল, সমুদয়ই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের বেষ্টন হইতে দুরাত্মা তাঁহাকে বল পূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে।

ঈশ্বর মানব আত্মায় যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা যে জগতের সকল শক্তি হইতে বলবতী, তাহার প্রভাবে মানব যে সকল শক্তির প্রতিকূলে আপনার সমুচ্চ মহিমা উর্দ্ধে উত্থিত রাখিতে পারেন, এই ঘটনা তাহা উজ্জ্বল রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

দৈহিক বলহীনা সীতা সম্পূর্ণ সহায়শূন্য অবস্থায় রক্ষোগৃহে বন্দিনী। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস ঐহিক সকল শক্তি

লইয়া তাঁহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; কিন্তু বৈদেহীর হৃদয়ে যে শক্তি, তাহা দেবতেজ; স্থূল নেত্রে অদৃশ্য হইলেও উহা বিদ্যুতের মত প্রখর ও নিমেষে সকল পাপ দগ্ধ করিতে পারে। এই অলৌকিক তেজে মণ্ডিতা বলিয়াই এমন অভাবনীয় বিপদে পতিত হইয়াও তিনি বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্ত গৌরবে সুদৃঢ় সংস্থাপিতা এবং স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মহিমাময়ী রমণী। এই অদ্ভুত জ্যোতি দেখিয়া দশানন তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না।

তাহার পর রাম অনেক অনুসন্ধানের পর সীতার উদ্দেশ পাইয়া সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতির সাহায্যে ঘোর যুদ্ধে রাবণকে সবংশে নিধন ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।

বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে রাম হনুমানকে কহিলেন, "সৌম্য, তুমি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কায় যাও। জানকীকে অগ্রে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিও, পরে তাঁহাকে সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। জানকীকে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাঁহার উত্তর লইয়া আইস।" হনুমান রামের আদেশে

বিভীষণের অনুমতিক্রমে লঙ্কায় অশোকবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া দীন মনে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দেবী, রাম তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই ভাল আছেন। মহারাজ রাম ও লক্ষ্মণ বানর সৈন্য লইয়া বিভীষণের সাহায্যে রাবণকে বধ করিয়াছেন।" তখন সীতা আনন্দে বাষ্পগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে, ত্রৈলোক্যরাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।" হনুমান জানকীর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া করযোড়ে কহিলেন, "দেবি, তুমি পতির হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। দেবি, এই রাক্ষসীরা রাবণের আদেশে তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা, যে আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় অনুমতি দাও।" দীনবৎসলা জানকী কহিলেন, "যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমুদয় আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধযোগ্যকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। সকলেই

অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত।"

হনূমান কহিলেন, "দেবি, বুঝিলাম, তুমি রামের গুণবতী ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর, আমি রামের নিকট গমন করি।"

তাহার পর বিভীষণ সীতাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া শিবিকারোহণে রামের নিকটে আনয়ন করিলেন। তখন রাম বিনয়াবতা জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রু জয় করিয়া তোমাকে আনিলাম। তুমি এত দিন পরগৃহে ছিলে বলিয়া তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হইতেছে। সুতরাং এখন তুমি যথায় ইচ্ছা যাও।"

জানকী বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে রামের মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জায় যেন স্বদেহে মিলাইয়া গেলেন ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেরূপ রূঢ় কথা বলে, তুমি সেই রূপ অবাচ্য রুক্ষ কথা আমায় কেন বলিতেছ? তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলেনা; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, তাহা মানিলেনা এবং তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি

সমুদয়ই পশ্চাতে ফেলিলে।" এই বলিয়া জানকী অশ্রুপাত করিতে করিতে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহিনা, তুমি আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।" লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সীতা রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেব ও ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিয়া করযোড়ে অগ্নি সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। সাধ্বী সীতাকে রাম কলঙ্কিত জ্ঞান করিতেছেন, যদি আমি পবিত্র হই, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সীতা সর্ব্ব সমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ দেখিলেন, বিশালনয়না সীতা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইলেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নি মধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। রাক্ষস ও বানরগণ

এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ ঘটনার বহুক্ষণ পরে অগ্নিদেব চিতা হইতে উত্থিত হইলেন এবং দিব্যাভরণভূষিতা ও রক্তবস্ত্র পরিহিতা জানকীকে রামের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাম, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর ইনি নিষ্পাপ। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিওনা।" অগ্নির এই কথায় রাম অতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "আমি জানিলাম, ইনি আপনার উচ্চ চরিত্র গৌরবে সুরক্ষিতা। সমুদ্র যেমন তাহার তীরভূমি লঙ্ঘন করিতে পারে না, রাবণ ও সেইরূপ ইঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। এই সীতা প্রদীপ্তা অগ্নিশিখার মত সম্পূর্ণরূপে তাহার অস্পৃশ্য ছিলেন। ইনি ত্রিভুবনের মধ্যে পবিত্র। জ্যোতি যেমন সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, ইনিও সেইরূপ আমা হইতে ভিন্ন নহেন। কীর্ত্তি যেমন মনস্বীর অপরিত্যাজ্য, ইনিও সেইরূপ আমার অপরিত্যাজ্যা। পরগৃহে ছিলেন বলিয়া আমি ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি না।"

কিন্তু হায়, এই স্থানেই সীতার ক্লেশ ও পরীক্ষার শেষ হইল না। রাম দেব, ঋষি ও সমাগত সৈন্যসমান্তদের সমক্ষে লঙ্কাপুরীতে যাহা কহিয়াছিলেন, অযোধ্যার রাজ-

সিংহাসনে আসীন হইয়া তাঁহার সে কথার মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সীতার সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার অল্প দিন পরেই সীতার রাবণগৃহে বাসজন্য পৌর ও জানপদগণের মধ্যে আবার নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। রাম তাহা শুনিয়াই গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ করেন। সীতাকে ঋষিগণের তপোবন দর্শন করাইবার ছলে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে রামের আদেশ অবগত করাইলে তিনি এই দারুণ সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে বহু ক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, "বুঝিলাম, কেবল দুঃখভোগের জন্য বিধাতা আমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তুমি রাজার আদেশ পালন করিয়া আমায় ত্যাগ করিয়া যাও। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্ন ও অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী ও নিরত তোমার হিতকারিণী, তুমি তাহা জান। কেবল লোকনিন্দাভয়ে তুমি যে আমায় ত্যাগ করিলে, আমি তাহা জানি, তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে

ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তাহাই আমার পরম লাভ; পৌরজনের নিকট তোমার যে নিন্দা রটনা হইয়াছে, যাহাতে তাহা দূর হয়, আমার তাহা করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া সীতা লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া সেই গঙ্গাতীরে যূথভ্রষ্ট কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ পরে রাম সর্ব্বসমক্ষে পুনরায় সীতার পবিত্রতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নি পরীক্ষা নহে, শপথ। শান্ত সন্ধ্যার সায়ন্তনী শ্রীর ন্যায় গাম্ভীর্য্যের অপরিস্ফুট আভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে কাষায়পরিহিতা কঠোর তপস্যায় কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিতা রঘুকুলমহিষী পৌর ও জনপদগণ বীরমণ্ডলী ও ঋষিকুল সমক্ষে বিপুল সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষি বাল্মীকির পশ্চাতে সভায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সভামধ্যে চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় ও কঠোরতর মনের ক্লেশে তাঁহার দেহের পূর্ব্ব লাবণ্য লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গোধূলি আকাশে সূর্য্যের রক্তবর্ণ শেষ ছটার ন্যায় আত্মার গৌরব তাঁহার তপঃশুষ্ক দেহযষ্টিতে আশ্চর্য্য মহিমা বিকাশ

করিতেছে। ধর্ম্মের অটল ভিত্তির উপর যিনি চিরজীবন সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান, বাল্যাবধি যাঁহার অন্তরে পার্থিব কলুষ রেখামাত্র পাত করিতে পারে নাই, মানবকুলগৌরব পতিতে যাঁহার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি পর্য্যবসিত, বিবাহ অবধি পতিহিত চিন্তাই যাঁহার জীবনের অবলম্বন, তাঁহাকে আবার শপথ গ্রহণ করিয়া জীবনের পবিত্রতা প্রমাণ করিতে হইবে? লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তিনি ম্রিয়মান হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের যাতনা রুদ্ধমুখ পাক পাত্রের নীরব অন্তর দাহের মত বাহিরে প্রকাশিত হইল না। সীতা ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে জননী ধরণীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যদি আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি। রামের অধিক আর কাহাকেও জানিনা, যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি, তবে তাহার বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।"

জানকীর মুখ হইতে এই শপথ বাণী উচ্চারিত হইবা

মাত্র সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্নভূষিত অমিতবিক্রম নাগগণ উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আছে। তদুপরি দেবী বসুন্ধরা প্রসন্ন বদনে উপবিষ্ট; তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া পুণ্যময়ী দুহিতাকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া রসাতলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রামের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই শেষ মৌন দৃষ্টি দ্বারা তিনি রামকে কি বলিয়া গেলেন, কে তাহা বলিবে?

রাম।

রামকে লইয়াই রামায়ণ। রাম চরিত ভারত-বাসীর হৃদয়ের আরাধ্য ধন। রাম তাঁহাদের দেবতা ও আদর্শ মানব উভয়ই। এমন উন্নত, এমন নিষ্কলঙ্ক, এমন পূর্ণ চরিত ভারতবাসী আর কল্পনা করিতে পারেন নাই। নারদ বাল্মীকিকে কহিয়াছিলেন একাধারে এতগুণ দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে যে মানবচন্দ্রে এই সকল গুণ আছে তাহার কথা বলিতেছি, শুন। ধন্য সেই অমর কবি যাঁহারা মানবসরোবরে দিব্য সৌরভময় এই স্বর্ণ কমল উৎপন্ন হইয়াছিল। আর ধন্য সেই পবিত্র চরিত যাহা বহু কোটি নর নারীর হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রম ও ভক্তি উৎসারিত এবং তাঁহাদের চিত্ত অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তিতে প্লাবিত করিয়া তাঁহাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন দেবভাব বিকশিত করিয়াছে। রাম রাজা দশরথ ও মহারাণী কৌশল্যার অনেক তপস্যায় লব্ধ ধন; যৌবনের প্রারম্ভ হইতে রামকে পইবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা এই পুত্র পাইবার জন্য কোন তপস্যা বা অনুষ্ঠানের ত্রুটিকরেন নাই। দশরথ ও কৌশল্যার এত তপস্যা বৃথা হয় নাই। প্রীত দেবতার আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের গৃহে যে অপূর্ব্ব পুত্র জন্মিল কি দেহের সৌন্দর্য্যে কি স্বভাবের কমনীয়তায়

কি ক্ষত্রিয় বীর্য্যে, কি মনের সম্পদে এমন সন্তান বুঝি জগতে আর কাহারও হয় নাই। দশরথ ও কৌশল্যাই যে এই পুত্ররত্নের জন্য অনুক্ষণ বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত থাকিতেন, এমন নহে, রামকে যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রজাগণ, অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতা, মাতা, পত্নী, ভৃত্য, সুহৃদ্ কাহার অন্তরের অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা, বাৎসল্য, প্রেম ও প্রভুভক্তি না ইনি নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়াছেন?

দেবী কৌশল্যার চিরসঞ্চিত মূর্ত্তিমান্ তপস্যার ন্যায় রাম তাঁহার ক্রোড়ে জন্ম লইয়াছিলেন। রামায়ণের আর সকল চরিত যেন রামের চরিত বিকশিত করিবার জন্য মহাকবির মানস ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্য পর্ব্বতগণের মধ্যবর্ত্তী হইলে সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, দশরথ, কৌশল্যা, ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রামের চরিত্রের সৌন্দর্য্য সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখ উৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধি বলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় ছিলেন। এমন সর্ব্বজনপ্রিয়তাতে তিনি মণ্ডিত ছিলেন, যে তাঁহার সকল কার্য্যই সকলের নিকট অলৌকিক বলিয়া বোধ হইত। দেবমাতা

অদিতি যেমন বজ্রপাণি ইন্দ্র দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন, দেবী কৌশল্যা সেইরূপ অমিততেজা রামকে পাইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ এই প্রিয়পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রজা ও অমাত্যদিগকে কহিয়াছিলেন, "আমি প্রজাগণের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া এই শ্বেতছত্রের ছায়ায় শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার পুত্র রামের হস্তে রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং সুখী হইব। বল, আমার এই অভিপ্রায়, তোমাদের অনুকূল হইবে কি না?" তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, রাম অলোক-সামান্য গুণে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অতিক্রম করিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। রাম প্রজাগণের প্রীতিকর অতি উদার গুণে সূর্য্যের ন্যায় বিকাশ লাভ করিয়াছেন। সেই গুণবান্ মহাবীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" তখন দশরথ একদিন রামকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি দীর্ঘায়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমি যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান ও গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছি। অন্ন ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছি। জগতে যাহার তুলনা নাই, সেই তুমি আমার পুত্র, সুতরাং দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি। এখন তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ হয়। বৎস, প্রজাগণ তাহাদের পালনভার তোমার হস্তে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছে। এই জন্য আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব। ইচ্ছা, কল্য তোমাকে অভিষেক করি, অতএব তুমি অদ্য রাত্রিতে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও।”

অনন্তর রাম পিতা দশরথের চরণ বন্দনা করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। স্বীয় গৃহে জানকীকে না দেখিয়া জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবগৃহে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবপূজায় রত থাকিয়া তাঁহার রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন এবং সীতা তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট আছেন।

রাম মাতাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “জননি, পিতা আমাকে প্রজাপালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব, কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে সকল

মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি তাহার আয়োজন করুন।”

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে এই প্রিয় বচন শুনিয়া হর্ষগদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিলেন, “রাম, তুমি চিরজীবী হও। আমি যে হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত ও উপবাস করিয়াছি, এতদিনে তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।”

লক্ষ্মণ সেই স্থানে বিনীতভাবে করযোড়ে বসিয়াছিলেন। রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, “লক্ষ্মণ, এক্ষণে তোমাকেও আমার সহিত এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর প্রাণের ন্যায়, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। আমার জীবন ও রাজ্য তোমারই জন্য, অতএব তুমি ইচ্ছামত সুখভোগ কর।” এই বলিয়া রাম মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আদেশ লইয়া সীতা সহ আপনার আলয়ে গমন করিলেন।

রাম সেই দিন সীতার সহিত একান্ত মনে নারায়ণের আরাধনায় রত হইলেন। পরে তাঁহার উদ্দেশে হোম করিয়া হোমাবশেষ ভক্ষণ ও তাঁহার ধ্যান করিয়া সেই দেবালয়ে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম তাঁহার অধীন লোকদিগকে গৃহ সজ্জার অনুমতি দিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মধুর কণ্ঠে মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিল। রাম পূর্ব্ব সন্ধ্যা সমাপন করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, পরে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইলেন। বাদ্যধ্বনি এবং ব্রাহ্মণদিগের মধুর ও গভীর পুণ্যাহ ঘোষে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাম সীতার সহিত উপবাস করিয়াছেন, এই সংবাদে পুরবাসী যারপর নাই আনন্দিত হইল।

পুরবাসীরা সমুদয় নগর সজ্জিত করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘের ন্যায়, ধবল পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবালয়, চতুষ্পথ, চৈত্য, পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুন্দর লোকালয়, সভা ও অতিশয় উচ্চ বৃক্ষ সকলে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপের গন্ধে সুবাসিত ও মাল্যে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেকের পর কুমার রাম রাত্রিকালে নগরদর্শনে বাহির হইবেন বলিয়া নগরবাসী পথের প্রান্তে বৃক্ষাকার দীপ স্তম্ভ সকল স্থাপন করিল। বিনীত, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক,

রাম রাজা হইবেন, এই আনন্দে নগরবাসী নৃত্য গীত ও বাদ্যের উল্লাসে মত্ত হইল। পর্ব্বদিনে মহাসমুদ্রের ঘোর শব্দের ন্যায় নগরীতে অভ্যাগত লোকের বিপুল কোলাহল উত্থিত হইল।

অভিষেকের দিন রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইলে শুভ ক্ষণ, শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। কুলগুরু বশিষ্ঠ তাহা দেখিয়া অভিষেকের সমুদয় দ্রব্য লইয়া শিষ্যগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার সমুদয় পথ পরিষ্কৃত ও জলসিক্ত, বিপণি সমুদয় পণ্য দ্রব্যে পূর্ণ, চারিদিকে পতাকা উড়িতেছে, চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র মহোৎসব, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত এবং রামের অভিষেক দেখিতে উৎসুক। বশিষ্ঠ পুরীর দ্বারদেশে সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র গিয়া মহারাজকে আমার আগমন সংবাদ দাও। বল, অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, এক্ষণে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের অভিষেক যাহাতে সম্পন্ন হয়, তুমি মহারাজ দশরথকে গিয়া শীঘ্র সে বিষয়ে প্রস্তুত হইতে বল।"

কৈকেয়ীর ছলনায় রাত্রির মধ্যে মহারাজ দশরথের

কি দশা ঘটিয়াছে, সুমন্ত্র তাহার কিছুই জানিতেন না। তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কোচে ও চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্য্যোদয় হইলে সমুদ্র যেমন উষারাগরঞ্জিত জলে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ আপনি স্বয়ং প্রীত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করুন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক মহোৎসব, আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বল দেহে সুমেরু পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন, সেইরূপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের যাবতীয় লোক বণিকগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বারে উপস্থিত। মহারাজ, যেমন চন্দ্রহীন রাত্রি, রক্ষকহীন পশু এবং বৃষহীন ধেনু, অরাজক রাজ্যও সেইরূপ শোচনীয়। অতএব, আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকের আদেশ দান করুন।" মন্ত্রী সুমন্ত্রের এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত কথায় মহীপাল দশরথ অধিকতর শোকে কাতর হইলেন এবং নিরানন্দ মনে ও রক্তবর্ণ লোচনে তাঁহার দিকে

চাহিয়া কহিলেন, "হে সুমন্ত্র, তোমার এই স্তুতি আমাকে অধিক ক্লেশ দিতেছে।" দশরথের মুখে এই কাতর কথা শুনিয়া সুমন্ত্র করযোড়ে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ, রামের অভিষেকের আনন্দে মহারাজ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন, অতএব তুমি রামকে এই স্থানে আনয়ন কর।" সুমন্ত্র কহিলেন, "দেবি, রাজাজ্ঞা ব্যতীত আমি কিরূপে যাইব?" রাজা দশরথ সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "সুমন্ত্র, আমি প্রিয়দর্শন রামকে একবার দেখিব, তুমি শীঘ্র তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর।" সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া এইরূপ ত্বরা দিতেছেন। সুমন্ত্র রাজশয়নমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, অভিষেকের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের বাক্যানুসারে সুমন্ত্র পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দশরথের শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া শুভ আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক

কহিলেন, "মহারাজ, চন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, কুবের বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র এই সমুদয় দেবতা আপনাকে জয়শ্রীপ্রদান করুন। এখন রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভদিনও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, আপনি উত্থান করুন, আপনার দর্শনের জন্য ব্রাহ্মণ, সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন, এখন আপনি নিদ্রা ত্যাগ করুন।"

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "রামকে এখানে আনিবার জন্য আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, তুমি আমার আদেশ কেন লঙ্ঘন করিতেছ? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি, তুমি শীঘ্র যাও, রামকে এইস্থানে আন।"

রাম সুমন্ত্রের সহিত আপনার ভবন হইতে বাহির হইয়া রাজপথে দেখিলেন, সকলে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। রাজকুমার রাম সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন ও বহু লোকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে পিতার সন্নিধানে চলিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যুবরাজ, অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের প্রতিপালন কর। তোমার রাজ্যাভিষেকের অপেক্ষা আমাদের প্রিয়তর আর কিছু নাই।"

রাজা দশরথ শুষ্কমুখে ও দীনভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পিতাকে সবিনয়ে প্রণাম করিয়া তৎপরে বিমাতাকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রাম।" ইহা কহিয়া দশরথের নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর কিছু কহিতে পারিলেন না। তিনি শোকার্ত্ত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। উচ্চ তরঙ্গমালায় ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায়, মিথ্যাবাদী ঋষির ন্যায় মহারাজ দশরথ রামের সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া রহিলেন। এই আনন্দের দিনে পিতার এইরূপ অভাবনীয় শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পথিমধ্যে সহসা কালসর্প দর্শনের ন্যায় রাম আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বিষণ্ণ মনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, "আমি না জানিয়া কি এমন কোন অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? আমার দোষে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য তুমি ইহাঁকে প্রসন্ন কর। কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ত? আমার মাতৃগণ সকলে ত কুশলে আছেন? আমি পিতার অবাধ্য হইয়া এবং তাঁহার রোষ উৎপন্ন

করিয়া মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে চাহি না। তুমি ত ক্রোধ
বা অভিমানে পিতাকে কোন কঠোর কথা বল নাই?
বল তঁহার এমন চিত্তবিকার কেন উপস্থিত হইল?"

তখন লজ্জাহীনা কৈকেয়ী কহিল, "রাম, রাজা ক্রুদ্ধ
হন নাই। ইনি তোমার ভয়ে মনের কথা বলিতে
পারিতেছেন না। ইনি পূর্ব্বে আমাকে দুইটি বর দান
করিতে প্রতিশ্রুত হন, এখন আমি তাহা প্রার্থনা করাতে
নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। ইনি তোমাকে
যাহা কহিবেন, ভালমন্দ বিচার না করিয়া যদি তুমি তাহা
কর, তবে আমি তোমাকে সমুদয় বলিতে পারি।" রাম
কহিলেন, "দেবি, আমাকে এমন কথা বলিও না।
ইনি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা, ইঁহার আদেশে
আমি সমুদ্রতলে নিমগ্ন হইতে পারি; অতএব ইনি
যেরূপ সংকল্প করিয়াছেন, বল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি,
অবশ্যই তাহা রক্ষা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, রাম
কখনও দুই প্রকার কথা কহিতে জানেন না।" তখন
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী সরলহৃদয় সত্যবাদী রামকে অবলীলা
ক্রমে কহিল, "রাম, পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে মহারাজ
অসুরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলে আমি পরিচর্য্যা
করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে সন্তুষ্ট

হইয়া মহারাজ আমাকে দুই বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। আমি এখন সেই দুই বার চাহিয়াছি, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক মহারণ্যে বাস। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে পিতার এই অঙ্গীকার পালন কর। রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনবাসী হও। রাজা তোমার অভিষেকের জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও সমুদয় ধনরত্ন পাইয়া এই অযোধ্যার রাজ্য শাসন করুন। মহারাজ এই জন্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন, তাঁহার বদন শুষ্ক হইয়াছে; তোমার মুখের দিকে তিনি চাহিতে পারিতেছেন না। অতএব, তুমি সত্য পালন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার কর।”

মৃত্যুতুল্য পীড়াদায়ক এই কথা রাম নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিলেন। পরে অম্লান মুখে কহিলেন, “মাতঃ, ভালই. আমি পিতার সত্য পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ করিয়া এ স্থান হইতে বনে যাইব; কিন্তু মহারাজ স্বয়ং যে ভরতের অভিষেকের কথা কহিলেন না, এখন এই এক দুঃখই আমার মনে যাতনা দিতেছে। পিতার সত্য পালন ও তোমার হিতসাধনের জন্য আমি স্বয়ং

ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ধন, প্রাণ, এমন কি, সীতা দান করিতে পারি। মহারাজকে তুমি আশ্বাস দাও, ইনি অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন। আমি পিতার আদেশে দণ্ডাকারণ্যে প্রবেশ করি।” রামের এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৈকেয়ী আবার কহিল, “রাম তুমি যখন বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন আর তোমার বিলম্ব করা ভাল নহে। তুমি এখনই যাও। তোমায় সত্য রক্ষায় বিলম্ব করিতে দেখিয়া মহারাজ এইরূপ লজ্জিত হইতেছেন এবং তোমার সহিত কথা কহিতেছেন না। নতুবা এরূপ করিবার উঁহার অন্য কোন কারণ নাই। যতক্ষণ তুমি এই পুরী হইতে বনে প্রস্থান না করিবে, ততক্ষণ ইনি স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।”

কৈকেয়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা দশরথ শোকাভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম শশব্যস্তে তাঁহাকে উঠাইয়া কৈকেয়ীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কশাহত অশ্বের ন্যায় অধীর হইয়াও কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া কহিলেন, “দেবী, আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে চাহি না; তুমি আমাকে ঋষিগণের ন্যায় ধর্ম্মাশ্রিত জানিও। এখন পিতার আদেশ না পাইলেও আমি

তোমার আদেশেই চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে বাস করিব। এখন জননীর অনুমতি গ্রহণ ও জানকীকে সম্মত করিতে যাহা কিছু বিলম্ব। ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, তুমি তাহা দেখিও। পিতৃসেবাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।”

ক্রমে দশরথের অন্তঃপুরে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাসদণ্ডাজ্ঞার কথা প্রচারিত হইল। রাজমহিষীগণ রাম তাঁহাদের নিকট করযোড়ে বিদায় লইতে আসিতেছেন দেখিয়া আর্ত্তস্বরে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, “যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতীত আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনি বনে চলিলেন। যিনি চিরদিন জননীর ন্যায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, কেহ কটূক্তি করিলেও যাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় না, যিনি প্রিয় কথায় সকলকে সন্তুষ্ট এবং কেহ কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। রাজা দশরথ অতি নির্ব্বোধ, তিনি সকলের আশ্রয় প্রাণাধিক পুত্রকে ত্যাগ করিলেন।”

তাহার পর সেই হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য উপস্থিত হইল, যাহার শোকগাথা আজ কত শত বৎসর ধরিয়া

এই বিশাল দেশের হিমাচল হইতে কন্যা অন্তরাপ পর্য্যন্ত প্রতি পর্ব্বত কন্দরে, প্রান্তরে, কাননে, শৈল শিখরে, নদীতটে, সাগরপুলিনে, জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। বিমাতার ষড়যন্ত্রে যে আনন্দাচরিত্রে রাজকুমার ছত্র, দণ্ড, মুকুট ও সিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া তরুণী পত্নী ও তরুণ ভ্রাতাকে লইয়া গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার শোকে তাঁহার অনুতাপদগ্ধ অপরাধী পিতা ও বৃদ্ধা মাতার হৃদয়ই যে বিদীর্ণ হইল তাহা নহে, সমগ্র অযোধ্যাবাসীর হৃদয়ের অযুত শোকধারাও বিশাল মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। তদবধি এই ত্যাগী রাজকুমারের জন্য ভারতবাসীর হৃদয় মথিত করিয়া যে প্রবল শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহা নিবৃত্ত হয় নাই।

বনবাস যাত্রা কালে রাম পিতাকে করপুটে কহিলেন, "নরনাথ, আমি এখন দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব। আপনি সকলের প্রভু, আমি নিবেদন করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমার অনুগামী হইতে বারবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই! অতএব,

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রদিগকে তপশ্চরণে আদেশ করিয়াছিলেন, আপনি আমাদিগকে সেইরূপ বনগমনে আদেশ করুন।”

দশরথ রামের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “বৎস, আমি কৈকেয়ীকে বর দান করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, অতএব তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর।” ধার্ম্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিলেন, “পিতঃ, আপনি সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ বহুরাজ্য ও লোকসঙ্কুল বসুমতী ত্যাগ করিতেছি, আপনি দুঃখিত না হইয়া ভরতকে ইহা দান করুন। সুখ কিম্বা রাজ্য ও জীবন এমন কি স্বর্গও আমি ইচ্ছা করিনা। আমি সত্যবদ্ধ আপনার সত্য পালন করিব। পিতা দেবগণ অপেক্ষা পূজ্য, সেই পিতৃদেবতার আদেশ পালনে আমি কোন ক্লেশ বোধ করিব না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব।” তাহার পর তিনি পিতাকে অবনত মুখে কহিলেন, “পিতঃ, আমার জননী এই উদারশীলা কৌশল্যা আমাকে

বনগমনে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দা করিতেছেন না। ইনি কখনও দুঃখ সহ্য করেন নাই, ইহার পর আমার বিয়োগে শোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন। এই জন্য কহিতেছি, আপনি ইঁহাকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি, ইঁহার সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন, যেন আমার শোকে ইঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে না হয়।" রাজা দশরথ বাষ্পভরে আর কথা কহিতে পারিলেন না। পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজল নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি বাহনযোগ্য রথে অশ্ব যোজনা করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বাহিরে রাখিয়া আইস। একজন সাধু মহাবীরকে তাঁহার পিতা মাতা নির্ব্বাসিত করিতেছেন, ইহাই গুণবানদের গুণের যথেষ্ট পরিচয় সন্দেহ নাই।"

তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাম সেই সর্ব্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মাতঃ, তুমি দুঃখ শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চৌদ্দ বৎসর চক্ষের নিমেষেই অতিবাহিত হইবে। পরেই দেখিবে, আমি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।"

রাম জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া এ:কে একে অপর মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বচনে দীন নয়নে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "একত্র বাস জন্য ভ্রম বশতঃ যদি কখনও রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, আপনারা তাহা ক্ষমা করিবেন।"

রাম রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নগরবাসী উন্মত্তের ন্যায় রথের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া কহিতে লাগিল, "সুমন্ত্র, তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে যাও। আমরা রাজকুমারের মুখ বহুদিন আর দেখিতে পাইব না, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

অযোধ্যাবাসিগণ রামের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে রাম রথ হইতে পুত্রতুল্য প্রজাদের উপর সস্নেহে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধ, ভরতকে তাহা অপেক্ষা অধিক করিবে। আমি বনে গেলে যাহাতে তাঁহার মনে কোন কষ্ট উপস্থিত না হয়, আমার মঙ্গলের জন্য তোমরা তাহাই করিবে।" বৃদ্ধ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ রামের রথের পশ্চাতে যাইতেছিলেন. অত্যধিক বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহাদের মস্তক কাঁপিতেছিল।

তাঁহারা অধিক দূর যাইতে না পারিয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, "হে বেগবান্ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ, নিবৃত্ত হও, আর যাইও না ; তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের চিত্ত পবিত্র, ইনি বীর ও দৃঢ় ব্রতশালী, তোমরা ইঁহাকে লইয়া ভিতরে আইস। কখনও অযোধ্যার বাহিরে যাইওনা।" রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের দেখিয়া ও তাঁহাদের কাতর কথা শুনিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ধীরে ধীরে পদব্রজে বনের দিকে যাহতে লাগিলেন।

তখন ব্রাহ্মণেরা দুঃখিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "কুমার, তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন করিতেছেন, যজ্ঞের অগ্নি ব্রাহ্মণের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাতে যাইতেছেন। বাজপেয় যজ্ঞে আমরা যাহা পাইয়াছি, শরতের মেঘের ন্যায় শুভ্র সেই ছত্র সকলও তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি রাজছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে এই ছত্র সকল তোমার রৌদ্র নিবারণ করিবে। পরম ধন বেদ সতত আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছে, আমাদের পত্নীগণ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে গৃহে বাস করিতে পারিবেন। তুমি বনে গেলে আমরাও বনে যাইব। শুভ্র-

কেশমণ্ডিত আমাদের এই মস্তক ধূলিতে লুটাইয়া আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। জগতের সকল জীব তোমাকে স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলে প্রার্থনা করিতেছে, ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর। দেখ, বৃক্ষের পক্ষীরাও শান্ত ও স্থির ভাবে অবস্থান করিয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।"

এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহারা তমসাতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম তমসাতীরে উপবেশন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আজ বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ত্রী পুরুষেরা আজ অবধি আমাদের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে, আমাদের সকলের গুণে উহারা বশীভূত হইয়াছে। পিতা মাতার জন্য এখন আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। আজ আমরা এই নদী তীরে আশ্রয় লইলাম, এই স্থানে বন্য ফল মূল যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমি সংকল্প করিয়াছি, এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়া থাকিব।"

রাম সেই গোষ্ঠবহুল" তমসার উপকূলে প্রজাগণের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রভাতে উঠিয়া তাহাদিগকে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে

কহিলেন, "বৎস, প্রজারা আমাদিগকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য গৃহধর্ম্মে বিমুখ হইয়া কেবল আমাদিগের মুখাপেক্ষা করিতেছে; উহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু সংকল্প হইতে বিরত হইবে না। এখন উহারা নিদ্রিত আছে, অতএব চল, আমরা শীঘ্র রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করি।" এই বলিয়া তাঁহারা রথে আরোহণ করিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। রাম সেই রাত্রি শেষে বহু দূর অতিক্রম করিলেন, পথে প্রভাত হইল। তাহার পর তাঁহার রথ দেশান্তরে প্রবেশ করিল এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন দেখিতে দেখিতে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। গ্রাম্য লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া কহিতে লাগিল, "বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ রাজা দশরথকে ধিক্, যিনি প্রজাদের প্রতি কখনও কোন অপ্রিয় আচরণ করেন নাই, তিনি সেই পুত্রকেই ত্যাগ করিলেন।" রাম তাহাদের এইরূপ কথা শ্রবণ করিতে করিতে কোশল দেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন; পরে পবিত্র সলিলা বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন। অদূরে গোমতী প্রবাহিত হইতেছিল, উহার তটে গো সকল বিচরণ করিতেছিল, রাম উহা পার

হইয়া স্যন্দিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন ; তাহার তীরে হংস ও ময়ূরগণ কলরব করিতেছিল। তৎপরে তিনি সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, "সুমন্ত্র, আমি কবে পিতা মাতার নিকটে ফিরিয়া গিয়া সরযুর কুসুম কাননে মৃগয়া করিব।" অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে ফিরিয়া তাহার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "হে রঘুকুল প্রতিপালিতে, আমি তোমাকে এবং যে সকল দেবতা তোমাতে বাস এবং তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণ হইতে মুক্ত, বনবাস হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া আবার তোমাকে দেখিব।" রাম অযোধ্যাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমাকে যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, এখন আর অধিক দুঃখ সহ্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। অতএব, তোমরা ফিরিয়া যাও, আমরাও আপন ব্রত পালনে গমন করি।" তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাহারা তাঁহাকে দেখিবার আশায় একবার দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে রাম সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় গ্রামবাসিগণের

ইপথ হইতে অদৃশ্য হইলেন এবং যেখানে বিস্তর বদান্য লোকের বাস আছে, সেখানে চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে, যেখানকার আকাশে সর্ব্বদা বেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেস্থান আম্র কাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়ে শোভিত এবং ধন, ধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, যেখানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, রাম ক্রমশঃ সেই রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সুরম্য উদ্যানশোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় জাহ্নবী কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছিল, উহার জল মণির ন্যায় নির্ম্মল, শীতল ও পবিত্র। অবশেষে রাম চিত্রকূটে উপনীত হইয়া তথায় আপনাদের বাস কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকূট এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত ও মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদী লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখ তিনি ভুলিয়া গেলেন। রাম বহুদিন চিত্রকূটে মনোরম নির্জ্জনতা উপভোগ করিলে পর এক দিন সহসা সেই বনে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল। মৃগ, হস্তী ও মহিষেরা ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক পুষ্পিত শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব দিকে হস্তী

অশ্ব ও রথপূর্ণ বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভরত সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামের পদতলে পতিত হইয়া অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম সস্নেহে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্কে বসাইলেন এবং পিতা মাতা ও রাজ্য সংক্রান্ত সমুদয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত চিত্রকূট হইতে প্রস্থান করিলে পর রামের আর তথায় বাস করিবার প্রবৃত্তি রহিল না, তিনি ভাবিলেন, অযোধ্যার এত সন্নিহিত থাকিলে ভরত পুনরায় আসিয়া আমার বিঘ্ন উৎপন্ন করিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি তথা হইতে অত্রি মুনির আশ্রমে এবং তথা হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন দণ্ডক কাননে প্রবেশ করিলেন।

রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। সেই সকল আশ্রমে ব্রহ্মের দীপ্তি সতত উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত ছিল। তথায় চীরচর্ম্মধারী, ফলমূলাহারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তপোবনের প্রাঙ্গন সকল সর্ব্বত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; মৃগ ও পক্ষিকুল সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহমধ্যে স্রুগভাণ্ড,

মৃগ চর্ম্ম, সমিধ ও জল কলস শোভা পাইতেছিল। ফল মূল সঞ্চিত ছিল ও তথাকার আকাশে অনবরত বেদধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। রাম সেই সকল পুণ্য আশ্রম দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। আশ্রমবাসী তপস্বীগণ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচার পূর্ব্বক তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা রামকে সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "রাম, তুমি ধর্ম্মরক্ষক ও শরণ্য, তুমি নগরী বা গহন বন যেখানেই থাক, তুমি আমাদের রাজা। আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি।"

রাম এই দণ্ডকারণ্যে বাস কালে মহর্ষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, মাণ্ডকর্ণী, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের আশ্রম দর্শন করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে দিব্য বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদত্ত নামক অমোঘ শর, অক্ষয় তূণীর ও অসি দান করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের নির্দ্দেশ ক্রমে তাঁহারা পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করেন। এই পঞ্চবটী অতি মনোহর স্থান। ইহার অনতিদূরে পবিত্রসলিলা গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছিল। গোদাবরীর তটদেশ কুসুমিত নানা বৃক্ষে শোভিত; বহুসংখ্যক মৃগ তথায় জল পান করিতে যাইত এবং গোদাবরীর সৈকতভূমি হংস সারস ও চক্রবাকে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত থাকিত।

লক্ষ্মণ এই মনোহর স্থানে এক সুরম্য পর্ণ শালা নির্ম্মাণ করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং বৃহৎ বংশে বংশ কার্য্য সম্পাদিত হইল। উহা শমী শাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথ পার্শ্বের বৃক্ষের ফল লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তশান্তি করিয়া রামকে কুটীর দেখাইলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও সীতার অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় পঞ্চবটীতে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত কাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে একদিন রাম অতি প্রত্যূষে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে গমন করিলেন। সীতা ও তাঁহার পশ্চাতে লক্ষ্মণ কলস লইয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে লক্ষ্মণ রামকে কহিলেন, "আর্য্য, যে ঋতু আপনার প্রিয়, এখন তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। নীহারে সর্ব্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি সুখসেব্য হইয়াছে। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং

উত্তর দিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ এবং জরা প্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উহার আর পূর্ব্বের মত শোভা নাই। আর্য্য, এই সময়ে নন্দী গ্রামে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত সমধিক কাতর হইয়া আপনার প্রতি ভক্তি নিবন্ধন তপস্যা করিতেছেন। তিনি রাজ্য, গান ও নানা সুখ ভোগে উপেক্ষা করিয়া মিতাহারী হইয়া ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ সরযুতে গমন করিতেছেন। ভরত স্বভাবতঃ অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার। জানিনা, তিনি এই রাত্রি শেষে শীতে কাতর হইয়া কি প্রকারে স্নান করিতেছেন। ভরত লজ্জাক্রমে কখনও নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন রাজপুত্র সর্ব্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলে তিনি তাপসের আচার অবলম্বন করিয়া আপনার অনুসরণ করিতেছেন। লোকে বলে, সন্তান মাতার স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, ভরত তাহার অন্যথা করিয়াছেন। দশরথ যাঁহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সে কৈকেয়ী এমন ক্রূর কিরূপে হইলেন?" ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ভরতের

গুণ এইরূপ মুগ্ধচিত্তে ও স্নেহ ভরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। রাম কৈকেয়ীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের গুণকার্ত্তন কর। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিওনা। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরতস্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয়, মধুর, হৃদয়হারী, অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সতত আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ, জানিনা আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলের সহত মিলিত হইব।" রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে মিলিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাম ও সীতা পঞ্চবটী বনে যখন এইরূপ সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের জীবনে সেই বিষম দিন আসিল, যাহার শোককালিমা চিরদিন তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবনকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। মারীচকে বধ করিয়া রাম যখন তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার অবস্থা কি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে লক্ষ্মীস্বরূপার অধিষ্ঠানে লোকশূন্য বনের

মধ্যবর্ত্তী সেই কুটীর, স্বচ্ছ জলে পূর্ণ, প্রস্ফুটিত পদ্মে শোভিত, তরঙ্গাঘাতে ঈষৎ চঞ্চল সরোবরের অনুপম শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে হেমন্তে পদ্মশোভা রহিত জলাশয়ের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম সীতাকে হারাইয়া যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিয়াছিলেন, কেহ কাহাকেও হারাইয়া বুঝি তেমন আর্ত্তনাদ করে নাই। তাঁহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের সেই উন্মাদ ঝঙ্কার পঞ্চবটীর অরণ্যে, গোদাবরীর দুই তীর প্রদেশে, পম্পার তটবর্ত্তী সুরম্য কাননে ও ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যেন আজিও ধ্বনিত হইতেছে।

রাম কুটীর শূন্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মণ, আমার দুঃখসঙ্গিনী সীতা কোথায়? আমি তাঁহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্বও চাহি না। আমি সীতার সহিত অযোধ্যাপুরী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, এখন কিরূপে তিনি ব্যতীত শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব?" রাম আরক্ত লোচনে বিলাপ করিতে করিতে পঞ্চবটীর প্রতি বৃক্ষ, প্রতি বন্য জন্তুকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে সেই গহন বনের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে জনস্থান নামক পঞ্চবটীর এক অংশে উপনীত হইয়া

দেখিলেন, পক্ষীরাজ জটায়ু বজ্রাঘাতে চূর্ণ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। জটায়ু "লঙ্কার রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" এই মাত্র কহিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ কাষ্ঠভার আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলে রাম তাহাতে জটায়ুর মৃতদেহ স্থাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তাত জটায়ু, যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। তোমার অগ্নি সংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে যাও।" রাম এইরূপে পিতৃবন্ধুর যথাবিধি সৎকার করিয়া প্রেতোদ্দেশে ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর জন্য সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উহার তর্পণ করিলেন। পরে লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থূল মৃগসকল সংহার করিয়া তৃণময় আস্তরণে উহার পিণ্ড দান করিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ তাহার পর এক মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দনু নামক কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার নির্দ্দেশ ক্রমে পম্পাতীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পম্পা নদী

কর্করশূন্য, বালুকাময় ও শৈবল বিহীন। উহা রক্ত ও শ্বেত পদ্মে শোভিত এবং তাহাতে হংস প্রভৃতি নানা জলচর পক্ষী মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। পম্পার অনতিদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। পম্পার তীরবর্ত্তী বন মতঙ্গ বন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা নানাজাতীয় বৃক্ষে সর্ব্বদা অতি রমণীয়। এই বনে মতঙ্গ শিষ্যগণ বাস করিতেন। তাঁহারা গুরুর জন্য নিত্য ফলমূল আহরণ করিতেন। শ্রান্ত হইলে তাঁহাদের দেহ হইতে যে অজস্র ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পড়িত, উঁহাদের তপোবলে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা কখনও ম্লান বা শুষ্ক হইত না। তথায় সিদ্ধা শবরী নাম্নী এক তাপসী বাস করিতেন, তিনি চিরজীবিনী। তাঁহার আশ্রম বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। রাম ও লক্ষ্মণ সেই বনে উপস্থিত হইবামাত্র সিদ্ধা শবরী বিধানানুসারে তাঁহাদের পাদ্য ও আচমনীয় আনিয়া দিলেন। রাম তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি চারুভাষিণি, তুমিত তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্দ্ধিত হইয়াছে? ক্রোধত বশীভূত করিয়াছ? গুরু সেবাত সফল হইয়াছে?" সিদ্ধা শবরী রামের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "রাম, অদ্য তোমাকে দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক

এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ লাভ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। এই তপোবনবাসী ঋষিগণ স্বর্গ আরোহণকালে আমায় কহিয়াছিলেন 'রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন, তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে দেখিলে তোমার অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইবে।' রাম, মুনি মুখে এই কথা শুনিয়া আমি তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে এই বন্য ফল মূল আহরণ করিয়াছি।" তাহার পর শবরী বনভূমি দেখাইয়া কহিলেন, "রাম, এই দেখ, মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড় মেঘাকার মতঙ্গবন। এই এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে তাঁহাদের কঠোর তপস্যায় পবিত্র দেহ আহুতি দান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্‌স্থলী নাম্নী বেদী। ইহাতে সেই সমুদয় পূজনীয় গুরু শ্রমকম্পিত হস্তে পুষ্প উপহার দান করিতেন। তাঁহাদের তপস্যার গুণে এখনও এই অতুলপ্রভা বেদী শ্রী ও সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলোকিত করিতেছে। অনবরত ব্রত ও উপবাস করিতেন বলিয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহারা অনেক দূর গমন

করিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহারা স্মরণ করিবামাত্র সপ্ত সমুদ্র ঐ দেখ, আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নান করিয়া বৃক্ষে যে সমুদায় বল্কল রাখিতেন, তাহা আজিও শুষ্ক হয় নাই, তাঁহারা যে পুষ্প দিয়া দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও তাহা ম্লান হয় নাই। রাম, তুমি এখন সমুদয়ই দেখিলে, যাহা শুনিবার তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আদেশ কর, আমি দেহ ত্যাগ করিয়া যাঁহাদের এই আশ্রম, এখন তাঁহাদের নিকটে যাই।"

এইরূপে রামের আদেশ লইয়া সেই চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে আপনার দেহ আহুতি দান করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে তখন দিব্য আলোক বাহির হইতে লাগিল, তাহার পর তিনি সমাধি বলে ঋষিগণের পবিত্রলোকে গমন করিলেন।

শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, আমি এই আশ্রমে আসিয়া নানা অদ্ভুত পদার্থ দেখিলাম, এই সপ্তসমুদ্র তীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলাম। এখন চল, আমরা পম্পাতে যাই।" রাম লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে

গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসর উহারই একটী প্রদেশ, উঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতি রমণীয়, উহার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে পদ্ম সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র কোমল বালুকণা। মৎস্য ও কচ্ছপেরা নদীর জলে নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহার কোন স্থান কহ্লারে রক্তবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়ে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দেখা যাইতেছে। উহার তীরে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও লতা উৎপন্ন হইয়া সে স্থান পরম রমণীয় করিয়াছে। সতেজ বৃক্ষ লতায় মনোহর, শৈল ও সরোবরে শোভিত, পম্পাতীরবর্ত্তী সুন্দর প্রদেশ দেখিয়া রাম সীতার শোকে ধৈর্য্যরহিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি পিতৃনিদেশে বনবাসের উদ্দেশে যাত্রা করিলে যিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানিনা, তিনি এখন কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাপি যিনি আমার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীনভাবে কিরূপে দেহভার বহন করিব? সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায়

প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পা তীরে তাঁহার সহিত কালযাপন করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা, কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত ভ্রমণ করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হইব। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্ত পক্ষিসঙ্কুল গিরিশিখরে সীতাকে পাই, তবেই সুখী হইব। সীতা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। সত্যবাদী ধার্ম্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি সকলের সন্নিধানে বল, তাঁহাকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব ? জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব ? লক্ষ্মণ, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।”

এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হইল। সুগ্রীব ও অপর চারি জন বানর এক দিন পর্ব্বতের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আকাশ পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিল। সীতা রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দিক্ পূর্ণ করিতেছিলেন।

পর্ব্বতের উপরে সেই বীর পঞ্চ জনকে দেখিয়া তিনি অঙ্গের অলঙ্কার ও উত্তরীয় ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব সেই অলঙ্কার ও উত্তরীয় এতদিন গুহামধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামকে সেই অলঙ্কার ও উত্তরীয় আনিয়া দেখাইলে রাম তৎক্ষণাৎ উহাদের সীতার বলিয়া চিনিলেন। তিনি সীতার প্রিয় সেই আভরণগুলি বার বার সস্নেহে স্পর্শ করিয়া ও হৃদয়ে রাখিয়া শীত কালের রাত্রিতে চন্দ্র যেমন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ নয়ন জলে আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। পরে গর্ত্তমধ্যে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে এই সকল অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছেন।" লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্য্য, আমি কেয়ূর জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন চরণ বন্দনা কালে তাঁহার এই নূপুরদ্বয় দেখিয়াছি, তাহাই চিনি।"

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী, তাঁহার পত্নী হরণ করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। বালীর ভয়ে সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বত ভিন্ন অন্য কোথাও যাইতেন না। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারে রামের সহায়তা করিবেন, অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলে রাম বালীকে বধ করিয়া

সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার আধিপত্য দান করেন। এই সময়ে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল, তখন সীতার অন্বেষণে গমন করা দুঃসাধ্য দেখিয়া বর্ষার চারি মাস যাপন করিবার উদ্দেশে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই প্রস্রবণ পর্ব্বত প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য ও সম্পদে চির মনোহর। উহাতে নানাজাতীয় ধাতু এবং শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের শিলা সকল শোভা পাইত, পর্ব্বত গাত্রে নানা জাতীয় তরুলতা অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত, তাহাদের কুসুমিত শাখায় নানাজাতীয় পক্ষীর সুস্বর ও ময়ূরের কেকাধ্বনি অবিশ্রান্ত শুনিতে পাওয়া যাইত। রাম বাসের জন্য উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন, তাহার দ্বারদেশে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এক সুপ্রশস্ত শিলা অবস্থিত ছিল। ঐ গুহার অদূরে পদ্মপরিপূর্ণ এক সুরম্য সরোবর ছিল ও তাহার পশ্চিম দিক দিয়া এক নদী বহিয়া যাইত।

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়াও রামের চিত্ত সীতার জন্য অনুক্ষণ বিষণ্ণ থাকিত, তিনি সীতার চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিতেন না। এক দিন শরতের মধুর রজনীতে যখন চন্দ্রের রজত জ্যোৎস্নায় ধরণী প্লাবিত হইতেছিল, তখন রাম পাণ্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে

শোভিত শৈলশিখরে বসিয়া শরতের অনুপম শোভা দেখিতে দেখিতে দীন মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়, যিনি আশ্রম মধ্যে সারসকণ্ঠে সারসদিগকে কলরব করাইতেন, যিনি কুসুমিত স্বর্ণবর্ণ অসন বৃক্ষ দেখিতেন, যিনি কল হংসের অস্ফুট মধুর রবে জাগরিত হইতেন, জানি না, আজ তিনি আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি নদ, নদী, সরোবর ও কাননে ভ্রমণ করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমারী, আমাকে না দেখিয়া না জানি, তিনি কত ক্লেশ পাইতেছেন। যিনি আমার সঙ্গিনী হইবেন বলিয়া দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানের ন্যায় সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি চক্রবাকের পশ্চাতে চক্রবাক্ বধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? সায়াহ্নে রশ্মি যেমন অস্তগামী সূর্য্যের অনুগমন করে, সেইরূপ যিনি হৃতরাজ্যশ্রী পতির পশ্চাৎ গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি এখন আমায় হারাইয়া কোথায় ক্লেশ পাইতেছেন?" রাম সীতার শোকে অস্থির হইয়া এইরূপে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমুদয় চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা তখন কেবল এক মাত্র সীতাকেই অবলম্বন করিয়া রহিল। দানেই যাঁহার

অনুরাগ, যিনি কখনও প্রতিগ্রহ করেন নাই, সত্যেই যাঁহার নিষ্ঠা, যিনি প্রাণান্তে কখনও মিথ্যা কহেন নাই, রাজ্যাভিষেকে কৃতসংকল্প যে ত্যাগী রাজকুমারের নিকট পিতৃসত্যপালনে বনে প্রবেশ, রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর হইয়াছিল, যিনি রাজ্যহারা হইয়াও পত্নীসহ বনে পরম সুখীর ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন, তিনি পত্নীহারা হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হনুমান অশোক বনে সীতাকে কহিয়াছিল, "দেবি, রাম তোমার বিরহে মদ্যমাংস স্পর্শ করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফলমূলে দিনপাত করেন। সেই রাজকুমার সমুদয় রাত্রি কেবল তোমার ধ্যানে নিমগ্ন. দংশ, মশক, কীট ও সরীসৃপের উপদ্রব তিনি কিছুই জানিতে পারেন না; তিনি অনুক্ষণ শোকার্ত্ত ও চিন্তিত আছেন। তোমাকে না দেখিয়া তাঁহার মনে অন্য কোন চিন্তার উদয় হয় না। তাঁহার নিদ্রা নাই, যদি কখনও নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সীতা এই প্রিয় নাম উচ্চারণ করিয়া সহসা জাগরিত হইয়া উঠেন। তিনি ফল, পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনরমণীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করেন।"

অতঃপর সুগ্রীবের আদেশে হনুমান সমুদ্র পারে

গিয়া অনেক কষ্টে সীতার সন্ধান পাইল। হনূমান লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানকীর সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল এবং রামের হস্তে এক প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদান করিয়া করযোড়ে কহিল, "দেব, আমি দেবী জানকীকে দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি আপনার বিচ্ছেদে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত; তিনি দীন মনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; ভূমিতল তাঁহার শয্যা; হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় তাঁহার বর্ণ মলিন। দেবী জানকী কপিরাজ সুগ্রীবের সম্মুখে আপনাকে এই মণি অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। আমি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার শিরোভূষণ এই মণি আনিয়াছি।" রাম জানকী প্রেরিত ঐ মণি হস্তে লইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে সুগ্রীবকে কহিলেন, "সখে, বৎসলা ধেনু তাহার বৎস দেখিলে যেমন অতুল আনন্দ লাভ করে, সীতার মস্তকের এই মণি দেখিয়া আমার হৃদয় সেইরূপ স্নেহে আর্দ্র হইতেছে। আমার বিবাহকালে বিদেহরাজ জনক এই মণি জানকীকে অর্পণ করেন। ইহা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া ইহা জনকরাজকে প্রদান

করিয়াছিলেন। আজ এই মণি দর্শনে আমার পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে বরাবর স্মরণ হইতেছে। জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, ইহা পাইয়া আজ বোধ হইতেছে, যেন তাঁহাকেই পুনরায় পাইলাম। সৌম্য হনুমন্, তুমি বারবার বল, সীতা কি কহিলেন? জলসেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইবে। আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটী দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে? তুমি যে স্থানে তাঁহাকে দেখিলে, আমাকেও তথায় লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতি, জানিনা, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসদের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন। জানকী কি কহিলেন, তুমি আমাকে যথার্থ বল। রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ, তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণ ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল, সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন? বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন?"

উত্তর জীবনে সীতার প্রতি রামের ব্যবহার যাহাই হউক না, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে

রাম তাঁহার বিরহে যেমন উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পত্নী প্রেমের পরিচয় পাইয়া আমাদের হৃদয় আর্দ্র হয়।

হনূমানের মুখে জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রাম প্রীতমনে কহিলেন, "পৃথিবীতে অন্য কেহ যে কার্য্য সাধন করিতে মনেও সাহস করিতে পারেন না, হনূমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য প্রভুর আদেশ পালন করিয়া অনুরাগভরে অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ, যিনি প্রভুর আদেশ পালন করিয়া সাধ্য থাকিতেও প্রীতিকর অন্য কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা থাকিতেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর প্রভুর আদেশ পালন করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকে তুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়ন করিয়া আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, রঘুবংশকেও ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিলেন। আমি ইঁহার এই কার্য্যের অনুরূপ প্রীতিদান করিতে পারিলাম না, এইজন্য দুঃখিত হইতেছি।"

তাহার পর রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ

আসিয়া রামের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রাক্ষস বধ লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধারে রামের সাহায্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে রাম তাঁহাকে রাক্ষস রাজ্যে অভিষেক করিলেন। তখন সুগ্রীব ও হনূমান বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাক্ষসরাজ, আমরা এই বানর সৈন্য লইয়া কিরূপে এই মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি তাহার উপায় বলিয়া দাও।" ধর্ম্মশীল বিভীষণ কহিলেন, "বানরগণ, মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন, মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে সমুদ্র ইঁহার কার্য্যে কখনও অবহেলা করিবেন না। অতএব রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন।" তখন সুগ্রীব রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "রাম, বিভীষণের ইচ্ছা, তুমি সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হও।" অনন্তর রাম সমুদ্রের তটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন এবং তিন দিন তিন রাত্রি তথায় সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাপি নির্ব্বোধ সমুদ্র তাঁহার" সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, "আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব।" রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া

ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ শরদণ্ড শরাসনে যোজিত করিলেন। তখন সমুদ্র মধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য,। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "রাম, তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে, আমি তাহা কহিব এবং সহ্য করিয়া থাকিব। যতক্ষণ বানর সৈন্য আমার উপর দিয়া যাইবে, ততক্ষণ কোন জলজন্তু তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারিবে না।" রাম কহিলেন, "সমুদ্র, আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ বল, এক্ষণে ইহা তোমার কোন্ স্থানে প্রয়োগ করিব?" সমুদ্র কহিলেন, "আমার উত্তরে একটী স্থান আছে, তুমি তথায় ইহা ত্যাগ কর।" তখন রাম প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তাহা যথায় গিয়া পড়িল, সে স্থান মরুকান্তার নামে বিখ্যাত হইল। সুরবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এই বর দান করিলেন, এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও 'পশুগণের হিতকর হইবে, ফল মূল, তৈল, ক্ষীর, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবিধ ঔষধি এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হইবে।"

তাহার পর ঘোর যুদ্ধে তাঁহার হস্তে রাবণ সবংশে নিহত হইলে পর রাম বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন,"বৎস, তুমি এই বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্ব্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।" লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বানরগণের হস্তে সুবর্ণ কলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ মাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল লইয়া আসিল। পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত বেদবিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বিভীষণ লঙ্কা রাজ্যে রাক্ষসদিগের রাজা হইলেন। অনন্তর রাম হনুমানকে কহিলেন, "সৌম্য, তুমি মহারাজ বিভীষণের আদেশ লইয়া লঙ্কায় গিয়া জানকীকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা কর, তাহার পর যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাকে এই সংবাদ দিও। প্রত্যুত্তরে জানকী কি বলেন, তুমি শীঘ্র আসিয়া তাহা আমায় বল।"

হনুমান সীতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "হে দেব, শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট আপনার বিজয় সংবাদ শুনিয়া আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, 'আমি ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।' এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।"

রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, "রাক্ষস রাজ, জানকীকে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই এখানে আন।" বিভীষণ নারীবাহনযোগ্য যানে আরোহণ করাইয়া সুসজ্জিতা সীতাকে রামের সমীপে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া রাম শিবিকা ত্যাগ করিয়া সীতাকে তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। বিভীষণ বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষদিগকে জনতা নিবারণ করিতে আদেশ করিলে রাম বিভীষণকে কহিলেন, "ইহারা আমার আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাচীর স্ত্রীলোকের আবরণ নয়; এইরূপে জনতাকে দূর করা ইহাও স্ত্রীলোকের আবরণ

নয়। ইহা রাজআড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আর বিপদ সময়ে, পীড়াকালে, যুদ্ধক্ষেত্রে, স্বয়ম্বর সভায়, যজ্ঞস্থলে ও বিবাহ কালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দোষের নহে। অতএব, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমার নিকটে আগমন করুন।" বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া সীতাকে অগ্রে লইয়া রামের নিকট বিনীতভাবে চলিলেন। সীতা রামের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বহু দিনের পর রামের মুখ দেখিয়া সীতার মনের যাতনা দূর হইল এবং তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশিত হইল।

তাহার পর অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিতা সীতাকে লইয়া রাম অযোধ্যা গমনে উদ্যোগী হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, "হে দেব, বেশবিন্যাসনিপুণা পরিচারিকাগণ সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।" রাম কহিলেন, "রাক্ষসরাজ, তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্ম্মশীল, সুকুমার ও সুখী ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। এখন স্নান ও বেশভূষা আমার ভাল লাগিবে না।

যাহাতে আমরা শীঘ্র অযোধ্যায় যাইতে পারি, তুমি তাহাই কর। কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।"

বিভীষণ কহিলেন, "রাজকুমার. আমি এক দিনেই তোমাকে অযোধ্যায় পৌঁছাইয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল, রাবণ তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। সেই রথ এখন তোমার হইয়াছে। যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্দ থাকে, তবে লক্ষ্মণ ও জানকীকে লইয়া এক দিন এই লঙ্কায় বিবিধ ভোগ সুখে যাপন কর, পরে অযোধ্যায় যাইও।" রাম কহিলেন, "তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধুত্ব ও সর্ব্বাঙ্গীন যুদ্ধ চেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছ, কিন্তু যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়াছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোন মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই, সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিতে আমার মন অতিশয় অস্থির হইতেছে, এবং মাতৃগণ, মিত্রগণ এবং পৌর ও জানপদদিগকে দেখিতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছি, এখন তুমি আমাকে যাইতে অনুমতি দাও। আমি যথেষ্ট পূজিত হইয়াছি।

তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। আমায় শীঘ্র রথ আনাইয়া দাও।”

রাম সুগ্রীবাদি বানর এবং বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসদের লইয়া লক্ষ্মণ ও সীতাসহ প্রীতমনে পুষ্পক রথে উঠিলেন। সেই হংসবাহিত রথ রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশ পথে উত্থিত হইল।

অনন্তর রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমী তিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, “ভগবন্, অযোধ্যা নগরীতে কাহারও ত অন্ন কষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছে? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?” ভরদ্বাজ সহাস্য মুখে কহিলেন, “রাম, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া স্বগৃহ ও পুরের কুশল সাধন পূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্ব্বভোগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় পিতৃনিদেশে ধর্ম্ম কামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক উপস্থিত হইয়াছিল। এখন তোমাকে নিঃশত্রু,

সুসমৃদ্ধ ও বন্ধুপরিবৃত দেখিয়া আমি অতিশয় সুখী হইলাম। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। আমি তোমাকে বর দিতেছি। তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।" তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্ট মনে কহিলেন, "ভগবন্, অযোধ্যায় যাইবার পথে যে সমুদয় বৃক্ষ আছে, তাহা অকালে ফল দান ও মধু ক্ষরণ করুক এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর উৎপন্ন হউক।" মহর্ষি রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই পথের মধ্যে বৃক্ষ সকল কল্প তরুর মত হইয়া উঠিল। যে সকল বৃক্ষ নিষ্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা পুষ্পহীন তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইয়া উঠিল।

রাম তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানাইতে হনুমানকে গুহক চণ্ডাল ও ভরতের নিকটে পাঠাইলেন। হনুমান নন্দী গ্রামে ভরতের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "রাজন্, তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য শোক করিতেছ, তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি এই দারুণ শোক ত্যাগ

কর। রামের সহিত শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণ বধ ও জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ণ মনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন এবং সুররাজ ইন্দ্রের সহচারিণী শচীর ন্যায় সীতা তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন।” ভরত হনূমানের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন, “নগরবাসী সকলে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ড বাদনপূর্ব্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগরের চৈত্যস্থান সকল অর্চ্চনা করুক। সমুদায় নগরবাসী রামকে অভ্যর্থনা করিতে বাহির হউক।” নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমুদয় উন্নত ও নিম্ন স্থান সমতল করা হইল, রাজপথ হিমশীতল জলে সিক্ত হইল, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ হইতে লাগিল, পতাকা সকল উত্থিত, গৃহ সকল সুসজ্জিত এবং রাজপথ মাল্য,পুষ্প ও পঞ্চ বর্ণের দ্রব্যে অলঙ্কৃত হইল। উপবাসে শীর্ণ কৃষ্ণাজিনধারী ভরত মস্তকে রামের পাদুকা যুগল ধারণ করিয়া শুক্ল মাল্য শোভিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণ খচিত শ্বেত চামর লইয়া বাহির হইলেন।

এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও নানা ক্লেশ ভোগের পর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাম অধিক দিন

সুখে যাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনে আবার দারুণ পরীক্ষা আসিল। এই পরীক্ষা তাঁহার অবশিষ্ট জীবন গাঢ় শোক ও কলঙ্কের কালিমায় চির আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। হীনপ্রকৃতি পুরবাসিগণ সীতার অপবাদ কীর্ত্তন করিতেছে, প্রচ্ছন্নচারী দূতের মুখে এই সংবাদ পাইয়া রাম তাঁহার প্রতি যেরূপ আচরণ করিলেন, তাহাতে সকলেরই চিত্ত শোকে বিদীর্ণ ও রামের প্রতি বিমুখ হইয়া যায়। যিনি জন্ম গ্রহণ করিছিলেন বলিয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, যাঁহার চিত্তে পৃথিবীর কোন মলিনতা কোন দিন স্থান পায় নাই, সায়ংকালে সূর্য্যরশ্মি যেমন অস্তাচলগামী সূর্য্যের অনুসরণ করে, সেইরূপ যিনি বনে নির্ব্বাসিত হৃতরাজ্যশ্রী পতির অনুগমন করিয়াছিলেন, ইতর প্রকৃতি মানুষের কথায় সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীকে, রাজর্ষি জনকের সর্ব্বজনপূজনীয়া সেই দুহিতাকে, রাম অবলীলাক্রমে বনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মহারণ্যবাস প্রিয়সখী পত্নীকে এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপারের বাষ্পমাত্র না জানাইয়া লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, "তপোবন দর্শনের ছলে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" ইহা স্মরণ করিতে

আমাদের মনে দারুণ ব্যথা ও বিস্ময় জন্মে, যে, যে সীতার জন্য রাম বনে বনে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যিনি অদ্ভুত উপায়ে দেবগণ, সহস্র রাক্ষস, বানর ও মানবের সমক্ষে আপনার উন্নত চরিত্র মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং অগ্নিদেব যাঁহাকে অক্ষত দেহে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে যাঁহার অতুল পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন, প্রজাগণের বিবেকশূন্য কথায় রাম সেই সীতাকে তাঁহার মহিমাময় আসন হইতে নিমেষমধ্যে কিরূপে চ্যুত করিলেন। বিবাহ সময় হইতে বনে নির্ব্বাসনের দিন পর্য্যন্ত রাম কি সেই স্বচ্ছহৃদয়ার অন্তরের সকল কথাই অবগত ছিলেননা? তাঁহার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন কি রাম অনেক বার প্রত্যক্ষ করেন নাই? এই আচরণ দ্বারা রাম কেবল যে পত্নীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাসের অতি শোচনীয় হীনতা প্রকাশ করিলেন, এমন নহে, তাঁহার হৃদয় যে কত দূর নির্ম্মম, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। সেই প্রাচীনকালে বাহুবলদৃপ্ত ক্ষত্ররাজগণের মর্য্যাদার আদর্শ এইরূপ উত্তুঙ্গ শিখরে স্থাপিত ছিল সত্য বটে, কিন্তু যে বিখ্যাত কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে রামের এমন দৃঢ়তা, সীতার প্রতি এইরূপ নির্ম্মম ও অমানুষ আচরণ দ্বারা

রাম কি সেই রঘুকুলের ন্যায়পরতাকে খর্ব্ব করিলেন না? অপর দিকে যখন দেখি, যে রাম লোকানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনে পাঠাইয়া অন্য স্ত্রীগ্রহণে চিরদিন বিমুখ রহিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন. তখন তাঁহার চরিত্রে বজ্রতুল্য কঠোরতার সহিত পুষ্পবৎ সুকুমার কোমলতার অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে শ্রদ্ধা ও আনন্দমিশ্রিত অগণ্য সাধুবাদ উত্থিত হইতে থাকে। তখন মনে হয়, সীমাতিক্রান্ত লোকানুরঞ্জন স্পৃহা রামের চরিত্রে এই গাঢ় কালিমার সঞ্চার করিয়াছিল। রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া রাজার কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে রাজনীতির কুটিল পথে চলিতে গিয়া কিয়ৎ কালের জন্য তাঁহার চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থানে পত্নীর প্রতি অনুপম প্রগাঢ় প্রেম চিরহরিৎ চিরমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছিল, রাজনীতির মলিন স্পর্শে তাহা ম্লান হয় নাই।

সম্পূর্ণ